বিশ্ব সাহিত্য প্রকাশনী

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার
বিশ্ব-সাহিত্য প্রকাশনী
৬৮, কলেজ স্ট্রীট্,
কলিকাতা—১২

মে
১৯৬১

ছেপেছেন—
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাইভেট্) লিমিটেড্
৬৮, কলেজ স্ট্রীট্,
কলিকাতা—১২
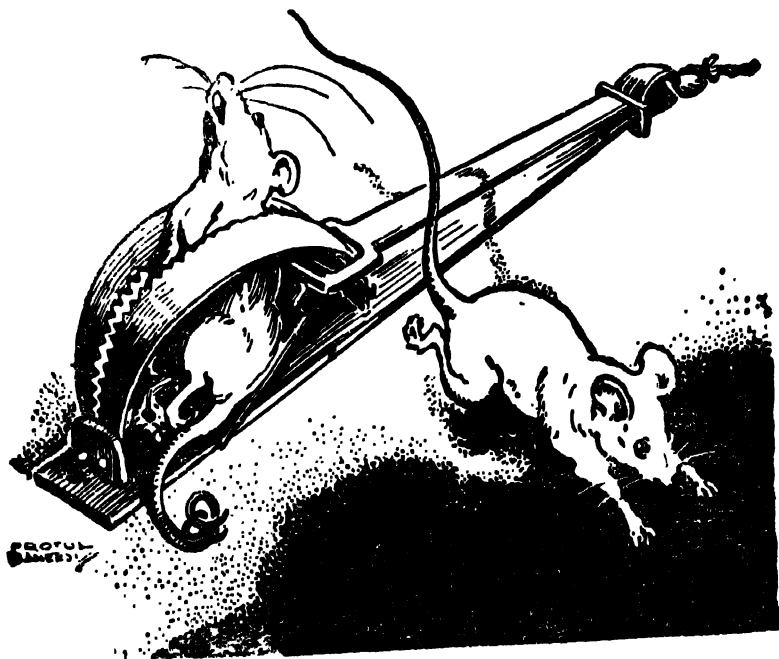
জিরো নাইন নাইন

॥ এক ॥

সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়েই বিখ্যাত রহস্য-অনুসন্ধানী দীপক চ্যাটার্জীর এক কাপ চা অবশ্য চাই।

তারপর সংবাদপত্র।

খবরের কাগজের ঘটনাবলীর তথ্য আহরণ করে আজ অবধি সহস্র রহস্যের জট খুলে ফেলতে সক্ষম হয়েছে সে।

তার কারণও আছে।

খবরের কাগজের বড় বড় সব অপরাধের খবরের কাটিং তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে তা থেকে অনেক জটিল রহস্যের গ্রন্থি খুলে যায়।

আজও কাগজ খুলল দীপক। পড়তে লাগল।

সেই একঘেয়ে খবরগুলো রয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতা! নকশালপন্থীদের নামে অকারণ কুৎসা। আর কিছু দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর।

এ সবে দীপকের রুচি নেই। সব আজে বাজে কথা লেখা।

অবশেষে এককোণে একটা খবর দীপকের চোখে পড়ল হঠাৎ।

তাতে লেখা ঃ

ভারতের বুকে এক অভিনব গোয়েন্দা চক্র!

এরা কারা তা কেউ জানে না।

পুলিসী কর্মতৎপরতা!

দীপক পড়ে ফেলল সবটা। কিন্তু সব যেন কেমন ধোঁয়া। তা থেকে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

দীপক বুঝতে পারল যে, এরাও সব খবর ভাল মত জানে না। তা হলে নিশ্চয় এভাবে কাগজে লেখা হতো না।

এমন সময় চাকর ভজুয়া এসে ঢুকল তার ঘরে। তার হাতে সেদিনের ডাকে আসা ক'টা চিঠি।

চিঠিগুলো সব পড়ল দীপক একে একে।

দু একটা বন্ধু-বান্ধবের অভিনন্দন পত্র। একটা চিঠি তার এক আত্মীয়ের। আর একটা চিঠি বড় বিচিত্র।

তাতে লেখা ছিল ঃ

মাননীয় দীপক চ্যাটার্জী,

আপনার খুব গর্ব। খুব সুনাম। খুব বেশী অহংকার। তাই না? সারা ভারতের লোক আপনার জয়গানে মুখর হয়ে আছে।

কিন্তু আপনি যে কত ক্ষুদ্র তা প্রমাণিত হবে শীগ্‌গির। আজ দেশ অনেক এগিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন ক্রিমিন্যাল আর অনেক বুদ্ধিমান লোক চলেছে এগিয়ে।

পরীক্ষার দিন আগত। সে পরীক্ষাতে পাস করতে পারবেন না— কারণ এরা পেশাদার ক্ষুদ্র ডাকাত নয়।

দীপকবাবু, আপনার এই যে চ্যালেঞ্জ সামনে আসছে, তার জন্যে প্রস্তুত থাকুন। আশা করি তার মধ্যে মাথা ঘামাবেন না। তাহলে আপনার নাম ও মর্যাদা নষ্ট হবে।

এর বেশী আর কিছু বলার মতো সময় আমার নেই। আশা করি যে অতীতের দীপক চ্যাটার্জী যে আজ মৃত তা প্রমাণ করা যাবে খুব অল্প দিনে।

ইতি—

জনৈক বন্ধু।

দীপক চিঠিটা হাতে নিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

জিরো নাইন নাইন

এটা কার বা কাদের লেখা ?

নকশালপন্থী নয় তো ?

না, তাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দীপকের নেই সে পার্টির ব্যাপারে মাথা গলায় না।

তবে কি কোনও পুরোনো বিখ্যাত অপরাধী ?

দীপক ভাল করে পাউডার ছড়িয়ে চিঠিটা পরীক্ষা করল। না, কোনও হাতের ছাপ মিলল না।

তবে এটা কার লেখা ?

কেনই বা তা এলো আজ কাছে ?

দীপকের চিন্তা বেড়েই চলল।

এ যেন বিরাট একটা গোলকধাঁধা।

দীপক বিরক্ত হলো। এখন এটা চাপা থাক। পরে দেখা যাবে।

কিন্তু তবু কৌতূহলী মন শান্ত হলো না। দীপক চিঠির কাগজ ও থাম ভাল করে পরীক্ষা করল।

দামী কাগজ ও থাম।

কিন্তু কোনও সূত্র মিলল না তা থেকে। তবে এটা দীপক বুঝল যে এটা মেয়েলী হস্তাক্ষর। কোনও নারী এই চিঠি লিখেছে।

নারী ?

দীপক ভাবতে থাকে।

কোনও বিরাট নারী ক্রিমিন্যাল বা নারী পুলিসের কথা মনে জাগে না, যে এই চিঠিটা লিখতে পারে।

দীপক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

॥ দুই ॥

ক্রিং···ক্রিং···

ফোনটা একটানা বেজেই চলেছে।

ঘুম ভেঙে গেল রহস্যানুসন্ধানী দীপক চ্যাটার্জীর।

চোখ মেলে ঘড়ির দিকে চাইল। রাত একটা বেজে গেছে। কপালের চামড়া কুঁচকে গেল তার। অসময়ে ঘুম ভেঙে যাবার জন্যে বিরক্তি বোধ করল।

প্রচণ্ড অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।

—হ্যালো দীপক চ্যাটার্জী স্পিকিং।

—ঘুম ভাঙিয়ে দেবার জন্যে দুঃখিত। ওপ্রান্ত থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

—আপনি কে কথা বলছেন?

—আমি কমলা সেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কোন অসুবিধা আছে?

—এখনি দেখা করবেন? ঘড়ির দিকে হালকা চোখে চাইল দীপক। তারপর বললে—সকালে আসুন না।

—দিনের বেলা তো সম্ভব হবে না মিঃ চ্যাটার্জী। কমলা সেনের কণ্ঠ ভেসে এল। —অত্যন্ত জরুরী প্লীজ।

একটু চিন্তা করে দীপক বললে—রাতটা একটু বেশী হয়ে গেছে না মিস্ সেন।

—তা অবশ্য হয়েছে। ও প্রান্ত থেকে কমলা সেনের হাসি ভেসে এল। তারপর বললে—ভয় নেই, কোন বিপদে ঠেলব না।

—না না, সে কথা বলছিনে। অপ্রস্তুতের মতো তাড়াতাড়ি বলে দীপক—বেশ তো আসুন।

—ধন্যবাদ।

ও পাশ থেকে খট্ করে ফোন ছেড়ে দেবার শব্দ শোনা গেল।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রেখে তেমনি শুয়ে রইল।

—কমলা সেন এত রাতে ফোন করল কেন? দেখা করার কি এমন প্রয়োজন? দিনের আলোতে দেখা করার কি এমন অসুবিধে তার? কেমন যেন একটু রহস্যের ছোঁয়া রয়েছে মনে হচ্ছে।

আকাশে চাঁদের দেখা পাওয়া যায় না। মেঘ জমে উঠছে আকাশের বুকে স্তরে স্তরে।

বাইরে বেশ হাওয়া। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বাতাস জানলা দরজায় এসে আঘাত হানছে। শীতের নিশুতি রাতে পথে-ঘাটে দারুণ ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

বিছানা থেকে নেমে গরম চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মাথাটা ভালো করে আঁচড়িয়ে নিল দীপক। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীর পায়ে নেমে এলো ড্রইংরুমে।

লাইটটা জ্বালিয়ে দিতেই তার চোখ পড়ল কোণের টেবিলের ফ্লাওয়ার ভাসে। ক'টা রজনীগন্ধার ঝরা পাপড়ি পড়ে আছে। চমৎকার একটা মিষ্টি গন্ধ ঘরখানাকে আমোদিত করে রেখেছে।

বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগুতেই কলিং বেল বেজে উঠল। অবাক্ হলো দীপক। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই কি কমলা সেন এসে গেছে। কই, কোন গাড়ি থামবার শব্দ তো শোনা গেল না বাইরে। হয়তো খুব দামী গাড়ি নিঃশব্দেই থেমে গেছে। অথবা জানলা দরজা বন্ধ থাকায় কোন আওয়াজ শোনা যায়নি।

দরজা খুলে দিতেই ঠাণ্ডা দমকা বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। শরীরটা কেঁপে উঠল দীপকের। সমস্ত রক্ত বুঝি বরফ হয়ে জমে গেল। বাইরে তাকিয়ে খুশীতে মনটা ভরে উঠল তার।

জিরো নাইন নাইন

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে যৌবনের একরাশ সৌন্দর্য নিয়ে রূপবতী কমলা সেন। ঠোঁটে তার মিষ্টি হাসির আভা, চোখের তারায় চকমকি।

—আসুন। পেছিয়ে দাঁড়াল দীপক।

ভেতরে এলো কমল সেন। মৃদুকণ্ঠে বললে—দরজা বন্ধ করে দিন মিঃ চ্যাটার্জী।

—নিশ্চয়। যে ঠাণ্ডা—। দরজা বন্ধ করে দিয়ে দীপক বললে, বসুন।

কমলা বসল।

পরিষ্কার চাউনি মেলে চাইল দীপক।

—মিস্ সেন। মৃদুকণ্ঠে বলে দীপক।

—ইয়েস মিঃ চ্যাটার্জী।

—কেন এসেছেন বলুন। দীপক তাকিয়ে রইল।

—কি বলবো। সামনের দেওয়ালে চাইলো কমলা।

ভ্রূ কুঁচকে গেল দীপকের। এবার সে একটু বিরক্তি বোধ করল। শক্ত কিছু বলবার ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু অসামাজিক হবার ভয়ে সংযত করল নিজেকে।

এই শীতঝরা গভীর রাতে চুপচাপ বসে থাকতেও বিশ্রী লাগছে। শান্ত গলায় বললে—একটা কিছু প্রয়োজন আপনার নিশ্চয় আছে, তাই নয়? যে কারণে আমার কাছে এসেছেন।

—হ্যাঁ। ভাবছি, আপনাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারব কিনা। ছোট্ট করে বলে কমলা।

দীপক চুপ করে কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল একটু সময়। বললে—দেখুন মিস্ সেন, জীবনে অনেক গোপন কথা আছে যা অনেক সময় নিজের কাছে গোপন করে রাখাই ভাল। আমার মনে হয়, আমাকে বিশ্বাস করা আপনার উচিত হবে না।

এবার একটা চাঞ্চল্য জাগল কমলার শরীরে। কেঁপে উঠল সে। স্বচ্ছ চাউনিতে চাইল দীপকের দিকে। বললে, সব কথাই কি গোপন থাকা ভাল ?

—দেশ এবং নিজের জীবন বিপন্ন হলে গোপন কথা প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করি। অপরাধীকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য।

—কিন্তু—। ঠোঁট দুটো শুধু কেঁপে উঠল কমলার।

সাগ্রহে চাইল দীপক।

—আমি পাপী। কমলার ওই সুন্দর কালো চোখে জল টলটল করে উঠল। বললে—শুধু নিজের স্বার্থের জন্যে এমন অপরাধ আমি করেছি, যা প্রকাশ করতে—।

—মিস্ সেন।

—টাকা, অনেক টাকা আমি চাই। তাই তো—।

—পরিষ্কার করে বলুন।

হঠাৎ দপ্ করে ঘরের আলোটা নিভে গেল। চমকে উঠল দীপক। ভয় পেল, হয়তো এখনি কমলা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠবে, বলল—ইলেকট্রিক সাপ্লাই ফেল করেছে ভয় পাবেন না।

কোন উত্তর নেই কমলার মুখে।

এত গাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে থেকে দীপক বুঝতে পারল না কমলা এখনও বসে আছে কিনা সামনের সোফায়।

—আজ ২৬শে জানুআরি। আজ রাত সাড়ে বারোটাতে আমি দেখা করতে চেয়েছিলাম গ্রুপিং সির সঙ্গে। সে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে হোটেল গ্র্যাণ্ডের ২৭৬ নম্বর ঘরে।—কমলার ফিসফিস কণ্ঠস্বর ভেসে এল—গাড়িটা নিয়ে ছুটে যাচ্ছি। নিশুতি রাত, চারিদিক নিস্তব্ধ। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে ছুটছে আমার মার্ক টু। আমি একবার কামিজের পিঠের ঘাড়ের কাছের বড় শো

···সব কথাই কি গোপন থাকা ভাল ? [পৃঃ ১১

বোতামটাতে হাত বুলিয়ে নিলাম। ওই বোতামের মধ্যেই আছে এক দুষ্প্রাপ্য আবিষ্কার। মাইক্রো ফিল্মে তোলা।

সামনের বাঁকে আসতেই তাড়াতাড়ি ব্রেকে পা চেপে ধরলাম। তিনটি কালো গাড়ি পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। বুকের ভেতরটা ভয়ে শুকিয়ে গেল। বুঝলাম, ওরা গুপ্তচর দলের কোন গুণ্ডা বাহিনী। গুপ্তচরেরা মাঝে মাঝে নিজেদের নেপথ্যে রেখে ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে গুলি-গোলা চালিয়ে নরহত্যা করে থাকে। অথবা ওই দলটা কোন গুপ্তচরের নিযুক্ত নয়। নিজেরাই কেমনভাবে সংবাদ সংগ্রহ করে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে মাইক্রো ফিল্ম। তারপর রাজ ঐশ্বর্যের বিনিময়ে সেটা বিক্রি করে দেবে কোন বিদেশী রাষ্ট্রকে।

দু'হাতে দুটো পিস্তল তুলে নিলাম।

গুণ্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার গাড়ির ওপর।

আমি সাহস নিয়ে ওদের দিকে চাইলাম।

জানালার কাঁচ ভেঙে ওরা চেঁচিয়ে উঠল।

—সাবধান। দু'হাত থেকে গুলি ছুটে গেল আমার।

দুটো শয়তান লুটিয়ে পড়ল। আর সবাই নীচু হয়ে মাথা নামিয়ে নিল। বিদ্যুদ্‌বেগে এ পাশের দরজা খুলে রাস্তায় নেমে দৌড়াতে শুরু করলাম। ওরা ছুটে আসছে।

একটা লাইট পোস্টের আড়ালে এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। চারিপাশে তাকিয়ে দেখলাম। আত্মগোপন করবার কোন জায়গা নেই। বুঝলাম, ওই শয়তানরা আমাকে চারপাশে ঘিরে ধরেছে। তবু, দু'হাতে গুলি চালাচ্ছি। আমার নির্ভুল লক্ষ্য ওদের প্রতি মুহূর্তেই পর্যুদস্ত করে দিচ্ছে। ওরা খুব সাবধানে এগুতে শুরু করছে।

নির্জন রাতের আঁধারে নিঃশব্দ গুলির আওয়াজ, যেন ফুলঝুরি ছুটছে এপাশে ওপাশে।

আমি দৌড়োচ্ছি। হাঁপিয়ে উঠলাম। হঠাৎ দেখলাম, বাঁ পাশে একটা সরু গলি, ঢুকে গেলাম ভেতরে। কিন্তু সেই মুহূর্তে পরপর কয়েকটা গুলি এসে আমার মাথাটা গুঁড়ো করে দিল। ছিটকে পড়লাম আমি।

শয়তানগুলো ছুটে এলো। নেকড়ে বাঘের মতো আমার সর্বাঙ্গ বুঝি হিংস্র আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত করে দিল।

কমলা সেনের একটানা ফিসফিস কণ্ঠস্বর থেমে গেল হঠাৎ।

দপ্ করে আবার আলো জ্বলে উঠল।

দীপকের শিরদাঁড়া বয়ে বুঝি ভয়ের হিংস্র স্রোত বয়ে গেল। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল তার। সামনের সোফা শূন্য। কমলা সেন নেই। তার অশরীরী দেহ বুঝি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। দীপক ছুটে গেল দরজার কাছে।

অন্ধকার……জমাট নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারপাশে।

॥ তিন ॥

দীপক অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে নিবিড় অন্ধকারের দিকে।

—বাবু।

ঘাড় ফিরিয়ে চাইল দীপক।

—কেউ এসেছিল? চাকর ভজুয়া বললে।

কোন উত্তর দিল না দীপক। ভজুয়ার দিকে চেয়ে থেকে একটু চিন্তা করল। তারপর দ্রুত পায়ে এল শোবার ঘরে। বাইরে বেরুবার জন্য তৈরী হয়ে ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে, মাথায় ফেল্ট হ্যাট দিয়ে, রিভলবার পকেটে ভরে ফিরে এলো ড্রইংরুমে।

কোথায় যাচ্ছেন?—ভজুয়া অবাক্ হয়।

—রতনের ফোন এলে তাকে……? থেমে যায় দীপক। এই বৃহৎ

কলকাতার কোন্ রাস্তায় যে পড়ে আছে মৃতদেহগুলো কে জানে। খুঁজে তাকে পেতেই হবে সেই নারকীয় রাস্তাটা। হোটেল······হোটেল গ্র্যাণ্ড······ চৌরঙ্গীর কাছেই। সে রাস্তায়······। একটু বুঝি আলোর রেখা দেখতে পেল সে। বললে—চৌরঙ্গীর ওদিকে যাচ্ছি। রতনকে সেখানে পাঠিয়ে দিস।

গ্যারেজ থেকে মোটর সাইকেল বের করে চেপে বসল দীপক। চাবি ঘুরিয়ে স্টার্টারে কিক করে এক্সিলেটরে মোচড় দিয়ে ধীরে ধীরে এল রাস্তায়। তারপর গিয়ার বদলে স্পীড বাড়িয়ে দিল।

মিথ্যেই সে ছুটে যাচ্ছে না তো। নিজের মনটা তার হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, সব কিছু স্বপ্নের মতো। অশরীরী নারী কমলা সেন······? গুপ্তচর······। লাল শো বোতামে আছে কোন এক দুষ্প্রাপ্য আবিষ্কারের মাইক্রো ফিল্ম।

কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে সব কিছু। এই বিজ্ঞানের যুগে যুক্তি দিয়ে কোন ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়াটা বুঝি হাস্যকর।

কি?

চমকে গেল দীপক। ডান পায়ে ব্রেক চাপতে চাপতে গতি কমিয়ে আনল। স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

হ্যাঁ, কে যেন দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে।

কমলা সেন······। হ্যাঁ, কমলা সেন।

সিরসির করে উঠল দীপকের সর্বাঙ্গ। বুকের মধ্যে কাঁপতে থাকলো। চোখের দৃষ্টিটা এই ঠাণ্ডা বাতাসে কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে।

খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছে কমলা সেন······। ওই যে সামনের বাঁকে এসে সে মিলিয়ে গেল।

দীপকের মোটর সাইকেল তীব্রবেগে এগিয়ে এলো।

ফাঁকা।

কেউ নেই। কমলার ছায়া দেহটা আবার হাওয়াতে মিলিয়ে গেছে।

দীপক আবার ছুটতে থাকলো।

এ কি……।

চমকে ওঠে ব্রেকে পা দেবার আগেই মোটর সাইকেলটা গিয়ে আছড়ে পড়ল ফুটপাতের ধারে। ঠিক সেই মুহূর্তে দীপকের শরীর বুঝি মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব-মুক্ত হয়ে শূন্যে ভেসে উঠে গড়িয়ে পড়ল এ পাশে।

ভয়ংকর শব্দে পেট্রল ট্যাঙ্ক ফেটে আগুন জ্বলে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল।

বোকার মত তাকিয়ে রইল দীপক। অকল্পনীয় দুর্ঘটনা। এও বুঝি কোন অলৌকিক কাহিনী। নইলে অক্ষতভাবে তার তো থাকবার কথা নয়। অন্ততঃ হাত অথবা পায়ের হাড় ভেঙে যাওয়া উচিত ছিল। অথচ কি আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় সে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

মোটর সাইকেলের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল দীপক। চারপাশে চাইল। যতদূর দৃষ্টি যায় কোন পথচারী বা রাতের পুলিস কাউকে দেখতে পেল না। এই নির্জন আঁধারপথে সম্পূর্ণ সে একা।

পেনসিল টর্চ জ্বেলে রাস্তার নামটা দেখে নিয়ে সিগারেটে আগুন ধরাল, ধোঁয়া ছাড়ল। ডান পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারটা চেপে ধরে দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকল।

স্ট্রীট লাইটের হালকা আলোতে লম্বা কালো রাস্তাটা চকচক করছে। আরও এগিয়ে আসতেই দূরে কালো কি যেন দেখতে পেল সে। মোটর গাড়ি। দুটো কালো গাড়ি রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে। বুকের মধ্যে রক্ত গরম হয়ে উঠল দীপকের। শিরায় শিরায় উত্তেজনা অনুভব করল। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল।

চারটে গাড়ি থাকবার কথা। দুটো নেই। গুণ্ডাগুলো পালিয়েছে। গাড়িটার ওপাশে দুটো মৃতদেহ পড়ে আছে। একটা রক্তাক্ত কিছু যেন টেনে

নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিশ্চয় কেউ মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলো। তাকে তুলে নিয়ে গেছে সঙ্গীরা।

টর্চের আলো ফেলে দেখতে থাকে দীপক।

ওদিকের লাইট পোস্টের দিকে এগুতেই আরও দুটো মৃতদেহ তার নজরে পড়ল। ফুটপাতে উঠল দীপক। সামনেই সরু অন্ধকার গলি। একটা রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে।

হাঁটু ভেঙে বসল দীপক।

পেছন থেকে গুলি এসে মেয়েটার মাথাটা গুঁড়ো করে দিয়েছে। সনাক্ত করবার কোন উপায় নেই। সাটিনের সালোয়ার কামিজ কেউ বুঝি টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সর্বাঙ্গের রক্ত শুকিয়ে চটচটে হয়ে গেছে।

কামিজের ঘাড়ের কাছের বড় লাল শো বোতামটা তাড়াতাড়ি টেনে ছিঁড়ে নিল দীপক। এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে টর্চের আলো ফেলে আবার সে এসে দাঁড়াল বড় রাস্তায়।

বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়ে সিগারেটে আগুন ধরালো। মাথার ফেল্ট হ্যাটটা টেনে নামিয়ে দিল ভ্রূর কাছে। চিন্তা করবার চেষ্টা করল।······পাঁচটা মৃতদেহ। কি বিশ্রী নারকীয় দৃশ্য! দিনের আলো ছাড়া কিছুই পরিষ্কার ভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু······।

হঠাৎ অস্পষ্ট পদশব্দ শুনতে পেল দীপক। সতর্ক হয়ে উঠল সে। তাড়াতাড়ি সিগারেটটা পায়ের তলায় চেপে আগুন নিভিয়ে দিল। ডান দিকে চেয়ে দেখল দু'জন ছায়া ছায়া মানুষ ওই গাড়ি দুটোর ভেতরে আলো জ্বেলে কি যেন দেখছে।

দ্রুত পায়ে গলিটার ভেতরে ঢুকে এক অন্ধকার কোণে নিজেকে লুকিয়ে নিল দীপক। না, এ জায়গাটা তেমন নিরাপদ নয়। ওদিকের ওই সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠে সরু বারান্দাতে আত্মগোপন করা উচিত। ভাববার

সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠে এল সে। রেলিং-এর ফাঁকে চোখ রেখে বসে পড়ল নীচু হয়ে।

দুটো পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারা আসছে। গলির মুখে এসে দাঁড়াল। তীব্র আলো ফেলল কমলা সেনের মৃতদেহের ওপর।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল ওরা। আলোটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলে কি যেন দেখল। একজন গ্লাভস-পরা হাতে মৃতদেহটা চিত করে শুইয়ে দিল।

মৃদুস্বরে অপর জন কিছু বলল।

কালো গ্লাভস-পরা হাতটা মৃতার মাথার চুলের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে নিল। দু'হাতের আঙুলের ছাপ নিল।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল দীপক।

ওরা এবার কমলার জুতো খুলে পাটা দেখল। আঙুলগুলোর ভেতরে কি যেন পরীক্ষা করল। জুতোটা আবার পরিয়ে দিল পায়ে। ফিতে দিয়ে উচ্চতা মাপল। শক্ত হয়ে যাওয়া ঠোঁট ফাঁক করে দাঁত দেখল। কামিজের বোতামগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে একটা কিছু আলোচনা করলো। দুটো বোতাম টেনে ছিঁড়ে নিল।

দীপক বুঝল ওই দুটো লোক কোন একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে চাইছে। হয়তো ওরা বোঝবার চেষ্টা করছে ওই মৃত মহিলাটি কমলা সেন কিনা।

ফিসফিস করে একটা কিছু আলোচনা করছে ওরা।

দীপক কথাগুলো শোনবার চেষ্টা করল। কিন্তু কেবলমাত্র একটি ছোট্ট শব্দ "নাইন" ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারল না, তবে সে স্থির নিশ্চিত হলো যে লোক দুটো ভারতীয় ভাষাতেই কথা বলছে।

লোক দুটো বড় রাস্তায় চলে গেল।

আরও কিছু সময় নিশ্চুপ বসে থাকে দীপক। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকল অন্ধকারে এক সময়ে।

॥ চার ॥

পরের দিন প্রত্যেক কাগজের প্রথম পাতাতে বড় বড় হেড লাইন দিয়ে ছাপা হয়েছে ঘটনাটা। সমস্ত এলাকার ছবি ছেপে তীর' চিহ্ন দিয়ে ঘটনাস্থলের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে।

ছবিগুলোর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন দীপক। কাগজ টেবিলে নামিয়ে রেখে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে বোতামটা দেখতে থাকলো।

বাইরে গাড়ি দাঁড়াবার আওয়াজ হতে দরজার দিকে চাইল দীপক।

জীপ থেকে নামছেন ডেপুটী কমিশনার মিঃ বিপ্লব গাঙ্গুলী।

গম্ভীর হয়ে উঠল দীপক। দরজার কাছে এগিয়ে পর্দা তুলে সাদরে আহ্বান জানাল মিঃ গাঙ্গুলীকে।

—দীপক। মিঃ গাঙ্গুলীর গম্ভীর কণ্ঠ।

—স্যার? সাগ্রহে তাকিয়ে রইল দীপক।

—আজকের কাগজ পড়েছো?

—পড়েছি।

—কি বীভৎস ঘটনা বল তো?' মিঃ গাঙ্গুলী শুকনো কণ্ঠে বলেন—এমন নারকীয় ঘটনা ইতিপূর্বে আর কলকাতায় ঘটেনি। আমি যে কি করবো? তোমার বেডরুমে চল।

অবাক্ হলেও দীপক বুঝল কোন একটা বিশেষ কারণে মিঃ গাঙ্গুলী সতর্ক হতে চাইছেন। সে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শোবার ঘরে এসে ভজুয়াকে দু'কাপ চা দিতে বলল।

সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দীপকের মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন মিঃ গাঙ্গুলী।

ভজুয়া দু'কাপ চা দিয়ে গেল।

—দরজাটা বন্ধ করে দাও দীপক। গম্ভীর স্বরে বললেন মিঃ গাঙ্গুলী।

ঘরের কপাট দুটো বন্ধ করে ছিটকিনি উঠিয়ে দিয়ে ফিরে এল দীপক।

—তুমি এতদিন সত্য সন্ধান করে এসেছো। তোমার সহযোগিতায় আমরা এমন অনেক অপরাধের কিনারা করেছি, যার সমাধান পৃথিবীর কোন গোয়েন্দার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মিঃ গাঙ্গুলী বললেন—আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। তোমার উপর আমার নির্ভরতা আছে। একটা বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ তোমাকে দিতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, তুমি নিজের প্রয়োজন বোধে নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করেও সেটা করবে। হয়তো ভাবছো, তোমাকে আমি আত্মহত্যা করতে বলছি। বাট মাই বয়, মাই বিলিভ, তুমি নিশ্চয় সফল হবে।

দীপক নিশ্চুপ বসে রইল শুধু।

—আমাদের প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে আমাকে বোম্বে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে গোপন বৈঠকে আমার ওপর এক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মিঃ গাঙ্গুলী বলেন—তোমাকে দিয়ে এমন একটা কাজ করাব, যা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।

—কি কাজ? সহজভাবে বলে দীপক।

—বলতে পারব না। মিঃ গাঙ্গুলী বলেন—আমাকে শুধু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তুমি যদি দেশের স্বার্থে কোন গোপনীয় কাজ করতে প্রস্তুত থাক, তা হলে বিশেষ ফোন নাম্বার ডায়াল করতে হবে।

—ঠিক বুঝতে পারছিনে। দীপক চিন্তিত স্বরে বলে—গুপ্তচরের কাজ?

—না। গুপ্তচর চক্রের ওপর দৃষ্টি রাখা। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে এক দেশ অন্য দেশে সরকারী ভাবে গুপ্তচর রাখতে পারে না। অথচ প্রায় সব দেশেই সেটা করে থাকে। কখনও বা পেশাদার গুপ্তচরদের কাজে লাগান হয়ে থাকে।

একটু চিন্তা করে বলে দীপক—আমার দেশের প্রয়োজনে নিশ্চয় আমি করব। গুপ্তচরের কাজ আমি দারুণ ঘৃণা করি। আমাকে নিশ্চয় অন্য রাষ্ট্রে পাঠান হবে না।

—না। মিঃ গাঙ্গুলী বলেন—শুধু এই বাংলাদেশেই তোমাকে থাকতে হবে।

—বেশ, রাজী। দীপক দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইলেন মিঃ গাঙ্গুলী। ফোন ক্রেডেল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে ফাইভ জিরো এইট ডায়াল করলেন তিনি।—হ্যালো আমি গাঙ্গুলী বলছি।

ইয়েস···। বাড়ি যাচ্ছে। তাকে কি বলব···হ্যাঁ···হ্যাঁ···আচ্ছা।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন মিঃ গাঙ্গুলী। নীচু কণ্ঠে বলেন—এখুনি এই মুহূর্তে তোমাকে তৈরী হয়ে যেতে হবে গ্র্যাণ্ড হোটেলের ২৭৬ নম্বর রুমে। মিঃ অলোক তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

চমকে গেল দীপক। কি বলছেন মিঃ গাঙ্গুলী! ওইখানেই তো থাকবার কথা গ্রুপিং সি-এর। কেমন যেন সব কিছু জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তবে কি গ্রুপিং সি নেই। তার ঘরে এসেছেন মিঃ অলোক। বলল—আমি একটা কথা জানাতে চাই স্যার।

—বলো।—ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে নিলেন মিঃ গাঙ্গুলী।

—মিঃ অলোক লোকটি কে?

—আমি জানিনে। চিনিও না তাকে। এই প্রথম তার নাম শুনলাম।

দীপক বুঝল, চারিদিকেই একটা দারুণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে। বললে—চৌরঙ্গীর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আপনার কি মনে হচ্ছে।

—এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। মিঃ গাঙ্গুলী বলেন—দুটো কালো রঙের অ্যাম্বাসাডার কার, একটা পুড়ে যাওয়া মোটর সাইকেল এবং চারটি পুরুষের

আর একটি মহিলার মৃতদেহ। একটা যুদ্ধক্ষেত্র বুঝি। অথচ আশ্চর্য কি জান রাতের অন্ধকারে যে এত গোলা-গুলি ছোড়া হলো, কেউ কিন্তু কিছুই জানতে পারেনি। খুবই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

দীপক কোন উত্তর দিল না। হাসল শুধু।

—রতন অবশ্য ইনভেস্টিগেট করছে। দেখা যাক। মিঃ গাঙ্গুলী দাঁড়ালেন, বিদায় নিয়ে সোজা উঠে বসলেন জীপে।

জীপ ছিটকে বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

দীপক এবার পকেট থেকে বের করল লাল শো বোতামটা। ফুলদানির কাছে এসে বোতামটা ফেলে দিল ভেতরে। ফুলগুলো ঠিক ভাবে গুছিয়ে রেখে দ্রুত পায়ে এল বেডরুমে।

পোশাক বদলে রিভলভারটা পকেটে ভরল। সিগারেটে আগুন ধরিয়ে এল রাস্তায়। কিছুটা হেঁটে এসে ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে এসে দাঁড়াল হোটেল গ্র্যাণ্ডের সামনে। রিসেপসান কাউণ্টারে এসে জানতে চাইল, মিঃ অলোক কামরাতে আছেন কিনা? তারা ফোনে যোগাযোগ করে তাকে লিফটের দিকে যাবার অনুরোধ জানাল।

দোতলার বারান্দাতে এসে ২৭৬ নম্বর রুমে দরজায় মৃদু আঘাত করল। ভেতর থেকে কোন আওয়াজ ভেসে এল না।

টক্‌······টক্‌······।

আঙ্গুল দিয়ে আবার আওয়াজ করল দীপক।

এবারও কোন কণ্ঠস্বর তাকে আহ্বান জানাল না।

অবাক্ হলো দীপক! দরজায় চাপ দিতেই কপাট দুটো ফাঁক হয়ে গেল। ভেতরে এসে দাঁড়াল সে।

ঘর ফাঁকা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে আরও এগিয়ে এল দীপক। এবার সামনের

টেবিলে দেখল, অ্যাসট্রে চাপা ছোট্ট একটু কাগজ। তুলে নিল হাতে। কোন একটা বইয়ের পাতা কাটা ছাপা অংশটুকু—"হুঁশিয়ার। সতর্ক হয়ে চলো। চারিদিকেই বিপদ। সুযোগ পেলেই আক্রান্ত হবে। আমি রয়েছি কাছেই…।"

চিন্তিত হয়ে উঠল দীপক। তবে কি মিঃ অলোক কোন কারণে হঠাৎ আত্মগোপন করেছেন? রিসেপশনিস্ট নিশ্চয় তাকে ফোনে পেয়েছিল। নইলে লিফটের দিকে যেতে অনুরোধ জানাতো না। মাত্র এই ক'মিনিটের মধ্যেই কি এমন অকল্পনীয় অঘটন ঘটতে পারে? বইয়ের পাতা ছিঁড়ে রেখে কি তাকে সাবধান করতে চাইছেন মিঃ অলোক।

কি করবে বুঝে উঠতে পারল না সে। পেছন ফিরে দাঁড়াতেই দেখল দরজার প্রান্ত থেকে এক ভদ্রমহিলা তার দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। হাসল একটু সে।

ভদ্রমহিলা এগিয়ে এল। বিস্ময়ান্বিত স্বরে বলল—আপনি এখানে মিঃ চ্যাটার্জী!

চঞ্চল চাউনিতে তাকিয়ে রইল দীপক। ভদ্রমহিলাকে তার পরিচিত মনে হচ্ছে না। অথচ উনি তাকে চেনেন। কোন উত্তর না দিয়ে তেমনি তীক্ষ্ণ চোখ মেলে রইল সে।

মাথায় চুলগুলো চুড়োর মতো বাঁধা। টানা কালো ভুরু। চোখের দৃষ্টি অতলান্ত। তীক্ষ্ণ নাক। পাতলা ঠোঁট। ডিমের সাইজের মুখ। কপালে লাল পেনসিলের টিপ। কানে মণিপুরী রিং। গলায় চওড়া হার। গায়ে লাইট রঙের ব্লাউজ। কালো টেরিলিনের ছাপা শাড়ি। পায়ে হাই হিল চটি। স্লিম ফিগার। তাকাবার চাউনিতে মিষ্টি ছন্দ।

—অবাক্ হচ্ছেন?

কোন উত্তর দিল না দীপক।

—ফাইভ জিরো এইট ডায়াল করুন।

তড়িৎ স্পর্শ লাগল বুঝি দীপকের শরীরে। বলল—আপনি?

—আমি কমলা সেনের বান্ধবী।

পেছনের দরজায় আবার ছায়া পড়ল।

চকিতেই ঘুরে দাঁড়াল দীপক।

এক রূপসী যুবতী দাঁড়িয়ে ঠোঁট টিপে হাসছে।

—আয় মিত্রা।

—তাই বল। মিত্রা দীপকের সামনে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ মেলে তাকে দেখতে দেখতে বললে—এবার বুঝেছি তুমি ওভাবে ছুটে এলে কেন?

—বুঝেছিস?

—হুঁ। ঘাড় কাত করে দুষ্টুমির হাসি হাসে মিত্রা। বলে—পরিচয় করিয়ে দেবে না।

—ইনি মিঃ চ্যাটার্জী, আর আমার বান্ধবী মিত্রা সরকার।

মিত্রা হাত দুটো একত্র করে নমস্কার করল।

প্রতি নমস্কার করে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল দীপক।

—কি মশাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে কি দেখছেন। হেসে ওঠে মিত্রা। বলে—জীবনে বোধহয় এই প্রথম উর্বশীদের দেখলেন?

দীপক নিশ্চুপ।

—কিরে দীপা। মিঃ চ্যাটার্জী যে কোন কথাই বলেন না।—অবাক্ হয় মিত্রা।

—কি ব্যাপার। চুপ করে কেন?—দীপা বলে।

দীপক তাকিয়েছিল মিত্রার গলায়। মরাল গ্রীবাতে হাতির দাঁতের একটা হারে রয়েছে লাল পাথরের লকেট। লকেটটা অনেকটা বুঝি শো বোতামের মতো।

—আচ্ছা, আমি তবে যাচ্ছি। মিত্রা দরজার দিকে পা বাড়ান।

—দাঁড়ান। দীপক বলে—যাচ্ছেন কেন?

—আপনি আমাকে পছন্দ করছেন না, কি আর করব। অভিমান যেন মিত্রার কণ্ঠে।

—আপনার দিকে তাকিয়ে এতই মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম যে কি বলব ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।—দীপক হাসল।

—তাই নাকি। মিত্রার দু'চোখে খুশীর বন্যা। বলে—দীপা কিন্তু রেগে যাচ্ছে।

—না না, রাগ করবার কি আছে। দীপা হঠাৎ হাত-ঘড়ির দিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে বলে—তোর কথা বল। আমি এখনি আসছি।

—কোথায় যাচ্ছিস ?

—আসছি রে আসছি। দীপা দ্রুত বেরিয়ে যায়।

মিত্রা এবার গম্ভীর হয়ে মুখটা নামিয়ে নিল।

দীপক কি বলবে বুঝতে পারল না।

—মিঃ চ্যাটার্জী। মিত্রার অস্পষ্ট কণ্ঠ।

—বলুন।

—করিডোরে চলুন।

—কেন ?

—বলছি।

দীপক বোকার মতো মিত্রার পেছনে এসে দাঁড়াল লম্বা করিডোরে, রেলিং-এর কাছে। প্রশ্নের চাউনি মেলে চাইল সে।

—ঘরে মাইক্রোফোন থাকতে পারে। ফিসফিস করে বলে মিত্রা। —মিঃ অলোক আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন ভিক্টোরিয়াতে। গেটের বাঁ দিকে দেখবেন এক ভিখারী বসে আছে।

দীপক কিছু বুঝে ওঠবার আগেই মিত্রা দু'হাতে পেট চেপে ধরে বসে পড়ল। নীল হয়ে এল তার মুখ। প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে কাঁপতে গড়িয়ে পড়ল।

···মিত্রা দু'হাতে পেট চেপে ধরল। [পৃঃ ২৫

অসহনীয় যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকলো। মুখটা তুলে একটা কিছু বলবার চেষ্টা করল। ঠোঁট দুটোই শুধু কেঁপে উঠল বারকয়েক! কোন শব্দ বেরিয়ে এলো না। এক সময় নিস্তেজ হয়ে গেল সে।

চোখের সামনে একটা মৃত্যু দেখে হতবাক হয়ে গেল দীপক। বুঝতে পারল না মৃত্যু কিভাবে মিত্রাকে স্পর্শ করল। করিডোর ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই। প্রতিটি রুমের দরজা বন্ধ। কোন গুলিও ছুটে আসেনি। অথচ মারা গেল মিত্রা।

আশ্চর্য······সত্যি আশ্চর্য······। বিড়বিড় করে বলে দীপক। এবার মনে পড়ল সেই কয়টি কথা···। "হুঁশিয়ার সতর্ক হয়ে চলো। চারিদিকেই বিপদ।"

সভয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল দীপক।

সাপের ছোবলে বুঝি নীল হয়ে গেছে মিত্রার সর্বাঙ্গ।

দ্রুত পায়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল দীপক।

॥ পাঁচ ॥

ফুটপাতে এসে দাঁড়াল দীপক। মিত্রার মৃত্যুসংবাদটা পুলিস হেডকোয়ার্টারে জানান উচিত কিনা ভাবল। তারপর দ্রুত পায়ে এ পাশে এসে নেমে গেল ঘাসে ঢাকা সবুজ মাঠে।

ভিক্টোরিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল দীপক। গেটের পাশে বসে আছে এক ভিখারী।

কাঁচা পাকা নোংরা বড় বড় রুক্ষ চুল। মুখে ধূসর দাড়ি। চোখ গর্তে ঢোকা। একটা ছেঁড়া কম্বল গায়ে জড়ান। উবু হয়ে বসে। একটা অ্যালু-মিনিয়ামের বিশ্রী দাগধরা তোবড়ান বড় বাটি ঠকঠক করে পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভিক্ষে চাইছে।

জিরো নাইন নাইন

দীপক এসে বসল শান-বাঁধানো চেয়ারটায়।

বাটিটা তুলে কাঁপা হাতে যেভাবে পয়সা চাইছে তাতে মিঃ অলোক যে উঁচু জাতের অভিনেতা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভিখারীটা বসে বসেই এগিয়ে এল দীপকের কাছে। বাটিটা তুলে মিনমিনে ক্লান্ত গলায় পয়সা চাইল। পকেট হাতড়ে দশটা পয়সা ফেলে দিল দীপক বাটির মধ্যে।

—ভগবান তোমাকে রাজা করুক বাবা। ভিখারীটা উঠে দাঁড়াল। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে চলে যেতে থাকল ওদিকে।

সহসা একটা নীল ফিয়েট এসে দাঁড়াল। ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে এল একজন বিদেশিনী। হাই হীলের আওয়াজ তুলে এগুতে গিয়ে থেমে দাঁড়াল।

ভিখারী পয়সা চাইছে।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল দীপক।

বিদেশিনী একটা কিছু বলে পয়সা ফেলে দিল বাটির মধ্যে। তারপর সোজা এগিয়ে গেল।

ওদিক থেকে আরও এক ভিখারী এল। উভয়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলল। সেই ভিখারীটা এবার ময়দানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকল উত্তর দিকে।

দীপক বেশ দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করল।

বিভিন্ন পথ ঘুরে ঘুরে ভিখারীটা এসে দাঁড়াল এক রাস্তার ধারে।

সামনের সরু অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে গেল হঠাৎ।

দীপক অবাক্ হলো।

ওই গলিটা তার ফ্ল্যাটের পেছন দিয়ে ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে পড়েছে সূর্য সেন স্ট্রীটে। তাড়াতাড়ি আরও এগিয়ে এল সে।

ভিখারী দাঁড়িয়ে পড়ল।

অন্ধকার সরু গলি।

পাশাপাশি দু'জনের বেশী হাঁটা যায় না। সামনের জমাট আঁধারটা যেন লাফিয়ে উঠেছে অনেকটা উপরে।

পকেটে হাত দিয়ে প্রাচীরে পিঠ ঠেকিয়ে থমকে দাঁড়াল দীপক।

ভিখারীটা তার ফ্ল্যাটের প্রাচীরের উপর দিয়ে ওপাশে নেমে পড়ল।

দীপক এবার একটা কিছু সন্দেহ করল। সে অনেকটা লাফিয়ে প্রাচীর টপকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভিখারীর ওপর।

—আঃ। কি করছো দীপক। গলাটা ছাড়, লাগছে। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল ভিখারী।

চমকে তাকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল দীপক।

বিস্মিত কণ্ঠে বললে—রতন।

ছোট টর্চের আলো জ্বলে উঠল।

মাথার পরচুলা আর গালের দাড়ি খুলে কম্বলটা মাটিতে নামিয়ে রাখল রতন। বললে—বাড়িটা এমন অন্ধকার কেন? ভজুয়া নেই নাকি।

দীপক এতক্ষণ পর দেখল, সত্যি কোন ঘরে আলো জ্বলছে না।

কেমন প্রেতপুরীর মত নিঝুম মনে হচ্ছে। বলল—তাই তো, এমন তো হবার কথা নয়।

কিচেন গার্ডেন পেরিয়ে এপাশ দিয়ে ঘুরে ওরা দুজন এল সামনে।

ড্রইংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল।

ভেতরে বেল বাজবার আওয়াজ হলো। অথচ আলো জ্বলল না ঘরে। ভজুয়া এল না।

একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় দীপক অস্থির হয়ে উঠল। দরজাতে একটু ঠেলা দিতেই কপাট ফাঁক হয়ে গেল।

—আশ্চর্য! রতন বলে ওঠে।

অন্ধকার ঘরে এক পা দিয়েই আবার পেছিয়ে এলো দীপক।

জিরো নাইন নাইন

পকেট থেকে সিগারেট-লাইটার বের করে জ্বালাল দীপক।

মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। হঠাৎ দারুণ ভয়ে তার শরীর হিম হয়ে এল:

শিউরে উঠল সে।

দরজার এক ফুট দূরেই তামার তারের ফাঁদ। দুটো তার চলে গেছে জানলা দিয়ে বাইরে।

অন্ধকারে একটু অসতর্ক হলেই ইলেকট্রিক কারেণ্ট তাকে বিপদে ফেলতো।

ওই তার জানলা দিয়ে চলে গেছে রাস্তায় হাই ভোল্টেজ পোস্টে।

রতন চমকে উঠল। একটু নীচু হয়ে দেখতে গিয়ে তার কাঁধটা ধাক্কা দিল দীপককে।

টাল সামলে নিয়ে হেসে ওঠে দীপক, বললে—চমৎকার মৃত্যু ফাঁদ।

—হুঁ। ছোট্ট করে বলে রতন।

সাবধানে তামার ফাঁদ পেরিয়ে ঘরের ভেতরে এল দীপক। সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিতেই তার সর্বাঙ্গ বুঝি অবশ হয়ে এল।

ঘরের একি অবস্থা।

দেওয়ালের ছবিগুলো আছড়ে ভাঙ্গা। সোফা টেবিল বুকসেলফ এলোমেলো। ছুরি দিয়ে গদিগুলো কেটে ফেলা হয়েছে। ফ্লাওয়ার ভাসটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। ঘরময় ফুলের পাপড়ি।

দীপক তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ভাঙ্গা ফ্লাওয়ার ভাসের কাছে। সণ্ট ওয়াটার ড্রেনের দিকে গড়িয়ে গেছে।

কোথাও দেখতে পেল না নাইলনের বড় লাল বোতামটা।

ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল তার। বুঝল, যেজন্য ওরা হানা দিয়েছিল তা পেয়েছে।

রতন ইতিমধ্যে ছবি ভাঙ্গা একটা ফ্রেমের টুকরো দিয়ে তামার তার জড়িয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিল। বললে—আশ্চর্য, দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেছে দেখছি।

—ভজুয়াকে জীবিত রেখে ওরা নিশ্চয় এসব করতে পারেনি। দীপক উত্তেজিত ভাবে ভেতরে যাবার জন্য এগুলো।

—সাবধান। রতন পেছন থেকে বললে—আরও ফাঁদ থাকতে পারে।

থমকে দাঁড়াল দীপক। দরজার পর্দা সরিয়ে দিতেই ঘরের আলো লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ভেতরের বারান্দায়।

ওই কোণে কে যেন পড়ে আছে।

দৌড়ে এল দীপক।

ভজুয়ার মুখে কাপড় পুরে দিয়ে হাত-পা শক্ত করে বাঁধা।

বাঁধন খুলে দিল দীপক।

তাকে উঠিয়ে বসিয়ে দিল। বলল—এ সব কি?

—আঃ দীপক। রতন পাশে এসে দাঁড়াল। বললে—ওকে একটু বিশ্রাম করতে দাও। তারপর প্রশ্ন করো।

হাতের আঙ্গুলগুলো মুচড়ে ঘাড়টাতে হাত বুলিয়ে উঠে দাঁড়াল ভজুয়া। বললে—শয়তানগুলো বেকায়দায় পেয়ে বেধে ফেলেছিল। নইলে একটাকে না মেরে—।

—যাক। দীপক বাধা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—এস রতন, দেখি বেডরুমের কি অবস্থা।

দু'জন এসে দাঁড়াল বেডরুমের দরজায়।

॥ ছয় ॥

ঘরের ভেতরে বুঝি প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। সব কিছু দেখে রাগে কান্না পেল দীপকের। বললে—এই শীতের রাত্রে আজ কি কষ্টটাই পেতে হবে।

—কেন? রতন বলে—আজ রাতটা না হয় আমার গরিবখানায় থাকলে ক্ষতি কি?

কোন উত্তর দিল না দীপক। শুধু স্তব্ধ দৃষ্টিতে সমস্ত ঘরটা দেখতে থাকল।

ভজুয়া ইতিমধ্যেই কফি তৈরি করে ফিরে এল।

তাকে দেখে বললে—গুণ্ডাগুলোর একজন আমার পরিচিত মনে হচ্ছে বাবু। —জেমস চোরাই মালের ব্যবসা করত আগে। আর সুযোগ পেলেই পকেট কাটত। তখন থাকত হাজরা রোডে। জেমসের কাছে আমি একবার গিয়েছি। বাড়ির নম্বর বোধ হয় ১৭/এ।

—কখন এসেছিল? দীপক বলে।

—সন্ধ্যার একটু পরে। ভজুয়া বলে—ঘরে ঢুকেই সোজা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখে কাপড় গুঁজে বেঁধে ওই বারান্দায় ফেলে দিল।

—ক'জন ছিল?

—ছয় জন। সবাই লং কোট পরে রিভলবার নিয়ে এসেছিল।

—কোন্ ভাষাতে কথা বলছিল?

—ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা মিলিয়ে।

—ঠিক আছে।

রতন বললে—খুব একটা গোলমেলে ঘটনা মনে হচ্ছে।

—হুঁ। গম্ভীর হয়ে ওঠে দীপক। বলে—তুমিই বা ভিখারী সেজে ভিক্টোরিয়াতে কেন?

—আর বল কেন? বিরক্তিতে বলে রতন—কাল রাত্রে ওই হত্যাকাণ্ড তদন্ত করতে গিয়ে একটা সূত্র পেলাম গাড়ির ভেতরে। তাই বাধ্য হয়ে সমস্ত দিন কাটিয়ে দিতে হলো ওভাবে। তারপর তড়িৎ এলে তাকে রেখে তোমার কাছে এসেছি।

—কিছু জানতে পেরেছো? দীপক প্রশ্ন করে।

—না। তবে মৃত চারজনের দু'জন নামকরা খুনে গুণ্ডা—জীবেন আর

মহিম। ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল পাটনা পুলিস। আর দু'জনের কোন পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। মহিলাকেও সনাক্ত করা যায়নি।

—গাড়ি দুটো?

—ফলস্ নাম্বার। রতন বলে—অবশ্য ও নাম্বারের গাড়ি কলকাতায় আছে। থানায় সংবাদ নিয়ে জেনেছি গাড়ি দুটি গ্যারেজেই আছে। মনে হচ্ছে অন্য কোন স্টেট থেকে এখানে নিয়ে এসেছে।

দীপক বলে—রতন, তুমি এক্সপার্টদের দিয়ে পরীক্ষা করাবার ব্যবস্থা কর। নিশ্চয় কোন সূত্র পাবে। আমার ভাই মাথার ঠিক নেই। কিছুই ভাল লাগছে না।

—তোমার এখানে হামলা হলো কেন? রতন চিন্তিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

—ঠিক বুঝতে পারছি না। হালকা স্বরে বলে দীপক।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে রতন এগিয়ে গেল টেলিফোনের রিসিভারের কাছে।

দীপক এল ড্রইংরুমে।

ভাঙ্গা ফ্লাওয়ার ভাস আর ফুলগুলো সরিয়ে খুঁজতে থাকল লাল বোতামটা।

সে বেশ বুঝতে পেরেছে, ওই বোতামটার জন্য কেউ হামলা করেছিল।

নীচু হয়ে বুক সেলফের তলায় তাকাতেই খুশীতে মনটা তার নেচে উঠল। ওই তো রয়েছে চুনির মতো বোতামটা। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল সে।

—টেলিফোন লাইনটা খারাপ দেখছি। রতন এসে পাশে দাঁড়াল —কি ওটা?

—বোতাম।

বোতামটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল রতন। দীপকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে—মেয়েদের জামার বোতাম মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ। ছোট্ট জবাব দিয়ে বোতামটা ভাল করে দেখল। এই তো সেই গোপন চিহ্নটা রয়েছে। তাহলে ওরা এটা নিয়ে যেতে পারেনি।

দীপক বললে—আমি বাইরে যাচ্ছি। তুমি যা ভাল বোঝ করো।

—কোথায় যাচ্ছ? বিস্মিত হয় রতন।

কোন উত্তর না দিয়ে ফুটপাতে এসে দাঁড়াল দীপক।

ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটতে থাকে দীপক।

সহস্র চিন্তায় ক্রমশঃ সে অস্থির হয়ে উঠতে থাকে।

হাজরা রোডে যাবে কি? জেমসকে ধরতে পারলে নিশ্চয় কোন সূত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু ওরা সংঘবদ্ধ এক কৌশলী গুপ্তচর সংস্থা। হয়তো গ্রুপিং সি এই চক্রের নাম।

একা ওদের সঙ্গে লড়াই করাটা যুক্তিসংগত নয়।

ট্যাক্সি নিয়ে ডেপুটী কমিশনার মিঃ গাঙ্গুলীর ফ্ল্যাটে এল দীপক। ড্রইংরুমে এসে বেয়ারাকে বললে—মিঃ গাঙ্গুলীকে সংবাদ দিতে।

মিঃ গাঙ্গুলী বাইরে এসে দীপককে দেখে গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বলেন—এই ভাবে তোমার এখানে আসাটা ঠিক হয়নি দীপক।

—জানি স্যার। দীপক ম্লানকণ্ঠে বলে—কিন্তু কোন পথ না পেয়ে এসেছি।

—এস ভেতরের ঘরে।

পাশের ঘরে এসে সোফায় বসে বলে দীপক—কি যে করব বুঝতে পারছিনে।

—কেন? মিঃ গাঙ্গুলী পাইপে তামাক ভরে নিলেন।

—একটি প্রশ্নের উত্তর চাইছি স্যার।

—বল।

—ফাইভ জিরো এইট নাম্বারটা কি সাংকেতিক কিছু?

—হ্যাঁ। পাইপে আগুন ধরিয়ে বলেন মিঃ গাঙ্গুলী।—শুধু একবারই আমাকে ডায়েল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

—দ্বিতীয়বার যদি ডায়েল করা হয়?

—কোন উত্তর পাবার সম্ভাবনা নেই।

—মিঃ অলোক কি ফোনে আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন?

—না।

দীপকের মনের ভেতর এক গভীর রহস্য জট পাকিয়ে ওঠে, বলে—মিঃ অলোককে আমি পাইনি। মিত্রা নামে—।

—হ্যাঁ। মিঃ গাঙ্গুলী বলেন—মিত্রাকে খুন করা হয়েছে এক বিষাক্ত তীর ছুড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়েছে।

—মিত্রার পরিচয় কি?

—এক সিক্রেট অফিসার।

—দীপা?

—তার কোন সঠিক পরিচয় আমার জানা নেই।

নীরবে কিছু সময় বসে থাকবার পর দীপক বলে—আমার বাড়িতেও হামলা করা হয়েছে? রতনকে সেখানে রেখেই আমি এসেছি আপনার কাছে।

—রতন। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাইলেন মিঃ গাঙ্গুলী।

—হ্যাঁ।

—অসম্ভব। বেশ জোর দিয়েই বলেন মিঃ গাঙ্গুলী। আজ বেলা দুটো দশের ফ্লাইটে রতন গেছে পাটনা। ওই দুটো কালো অ্যাম্বাসাডারের ভেতরে কিছু সূত্র পেয়েছি আমরা।

—সেকি? চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যায় দীপকের।

—আগামীকাল সন্ধ্যার আগে রতন কখনই পাটনা থেকে ফিরে আসতে পারে না। মিঃ গাঙ্গুলী উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বলেন—নিশ্চয় অন্য কেউ তোমার চোখে ধুলো দিয়েছে।

অবিশ্বাসের চাউনিতে তাকিয়ে থাকে দীপক।

মিঃ গাঙ্গুলী তাড়াতাড়ি ক্রেডেল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে লালবাজারে

ডায়েল করেন—হ্যালো অপারেটর, ডেপুটী কমিশনার বলছি, এখনি নিরঞ্জনকে দীপক চ্যাটার্জীর ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দিন। সঙ্গে যেন এক্সপার্টরা থাকেন। আমি সেখানেই যাচ্ছি।

রিসিভার নামিয়ে রেখে দিলেন মিঃ গাঙ্গুলী।

—নিরঞ্জন। দীপক বলে—ইনি কি সেই নিরঞ্জন দেব, যিনি বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এসেছেন।

—হ্যাঁ।

দীপক বলে—কোথায় যেন এক চক্রান্তের জট আটকে আছে বলে মনে হচ্ছে। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—ওয়েট এণ্ড ওয়াচ। জানালেন মিঃ গাঙ্গুলী।

—সিক্রেট সার্ভিসের অফিসার মিত্রা হঠাৎ বিষাক্ত তীরে নিহত হলেন কেন।

চিন্তিত হয়ে ওঠে দীপক। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে বলে—হাজরা রোড থেকে আমি ঘুরে আসছি। আপনি ইতিমধ্যে যা করবার করুন।

মিঃ গাঙ্গুলীকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে দীপক বেরিয়ে এল রাস্তায়।

ছোট ছোট ক্লান্ত পা ফেলে হাঁটতে থাকে সে।

রতন পাটনা গেছে। তবে কি ওই ছদ্মবেশী মিঃ অলোক ? কিন্তু কই তিনি তো নিজের পরিচয় প্রকাশ করলেন না বরং রতনের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করলেন।

এবার সর্বাঙ্গ সিরসির করে উঠল।

তামার তারের ফাঁদ দেখবার সময় তার দেহে ধাক্কা লেগেছিল।

নিশ্চয় ইচ্ছে করেই তাকে ফেলে দেবার চেষ্টা হয়েছিল।

টাল সামলিয়ে নিতে না পারলে ওই হাই ভোলটেজ কয়েলের মধ্যে পড়ে যেতো দীপক।

শত্রুপক্ষ……। রতনের ছদ্মবেশে কেউ এসেছিল তাকে হত্যা করতে। কিন্তু সুযোগ পায়নি।

দীপক দাঁড়াল একটা গাছের তলায়।

কোথায় যায়? হাজরা রোডে না। নিজের ফ্ল্যাটে।

নিশ্চয় সেই ছদ্মবেশী শয়তানটা ঘরে নেই।······সে তো এই লম্বা বোতামটা দেখেছে। এটা ছিনিয়ে নেবার তো কোন চেষ্টা করল না।

একটা প্লিমাউথ হঠাৎ ব্রেক কষে দীপকের সামনে দাঁড়াল।

প্রশ্নের চাউনি মেলে চাইল দীপক।

—মিঃ চ্যাটার্জী। গাড়ির সামনের সিট থেকে ভেসে এল এক নারীকণ্ঠ।

ভুরু কুঁচকে গেল দীপকের।

দীপা তাকে ডাকছে।

একটু এগিয়ে এসে স্থির দৃষ্টিতে দীপার চোখে তাকিয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নিল দীপক। দরজা খুলে বসল তার পাশে।

একটা বিষাক্ত সাপ বুঝি এখনি জড়িয়ে পেচিয়ে ধরবে দীপককে।

॥ সাত ॥

গাড়িটা তীর বেগে ছুটছে।

দীপা ঘাড় কাত করে তাকিয়ে থেকে ঠোঁট টিপে হাসল।

—মিঃ চ্যাটার্জী।—দীপার কণ্ঠ।

—বলুন।—দীপক উত্তর দিল।

—আপনি বোকা—খুব বোকা।

দীপক ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দীপার মুখটা। মনে হলো এক সাপিনী বুঝি ফণা তুলে ছোবল দেবার জন্য দুলছে।

—আপনি কেন নিজের বিপদ ডেকে আনছেন।

কোন উত্তর দিল না দীপক।

দীপা এবার তার ব্লাউজের ভেতরে ক্লিপ দিয়ে আটকানো একটা ছোট্ট সরু সাদা পেন বের করে বলল—এটা কি জানেন ?

তাকিয়ে রইল দীপক।

—আমরা এর নাম দিয়েছি বিষদাঁত। এর পেটের ভেতরে রয়েছে ছোট ছোট একশো বিষাক্ত তীর। ইস্পাতের সূক্ষ্ম তীরগুলো মৃত্যু ঘটাতে পারে এক সেকেণ্ডের মধ্যেই।

দীপা বলে—যদি আপনি লোহার বর্ম পরে না থাকেন, তাহলে একশো গজ দূর থেকেই আপনাকে খুন করতে কোন কষ্ট আমাদের হবে না।

দীপকের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল অজানা আশঙ্কায়।

—মিত্রা।—ঠোঁট বেঁকে গেল দীপার। বললে—আমেরিকা থেকে আমার পিছু নিয়েছিল। ভেবেছিল ওর চালাকি আমি ধরতে পারব না। তাই তো খুন করতে বাধ্য হয়েছি।

দীপক কি বলবে বুঝতে পারল না।

—আপনি কেন ২৭৬ নাম্বার রুমে গিয়েছিলেন ?—দীপা প্রশ্ন করল।

—প্রয়োজন ছিল।

—মিঃ অলোকের সঙ্গে দেখা করা ?

—হ্যাঁ। অবাক্ হলো না দীপক। সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে অলক্ষ্য থেকে কোন অদৃশ্য চোখ সব সময় তার উপরে দৃষ্টি রেখেছে।

—ভিক্টোরিয়াতে পেলেন না তাকে ?

—পেয়েছি।

—মিথ্যে কথা। মৃদু ধমকে ওঠে দীপা। বলে—আমার লোক ছিল সেখানে। আপনি কারো সঙ্গে দেখা করেননি।

—আপনার লোক মিথ্যে সংবাদ দিয়েছে। দীপক বলে—আমি ভিখারীর ছদ্মবেশে—।

বেশ শব্দ করে হেসে ওঠে দীপা। বলে—হ্যাঁ, ওই ভিখারী আমার প্রথম নাম্বার এজেন্ট ছিল। রতন সেজে আপনার ফ্ল্যাটটা আবার পরীক্ষা করে এসেছে।
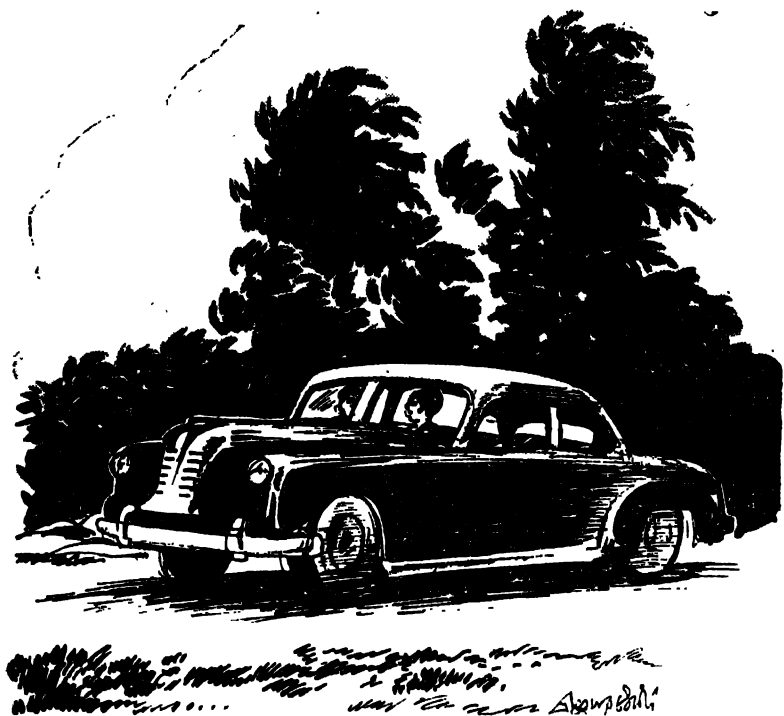
আপনার লোক মিথ্যে সংবাদ দিয়েছে। [পৃঃ ৩৮

—আমার ফ্ল্যাটে হামলা করবার প্রয়োজন কি ছিল?

কোন উত্তর দিল না দীপা। স্তব্ধ চোখে দীপকের দিকে একটু তাকিয়ে

থেকে বলে—আপনাদের গ্রুপিং সি একটা অপদার্থ সংস্থা। তবে মিঃ অলোক আর কমলা সেনের প্রশংসা আমি করছি।

—কমলা সেন।

—হ্যাঁ, প্রায় অর্ধেক পৃথিবী শয়তানী আমাদের ঘুরিয়েছে। তবু ওকে ধরতে পারিনি। দীপা বলে—এখানেও হামলা করেছিলাম আমরা, তবু ফাঁকি দিয়েছে। ওর পরিবর্তে আমাদের গুলিতে মারা গেছে ডেলা সাহানি।

—ডেলা সাহানি? ভুরু কুঁচকে যায় দীপকের। দ্রুত চিন্তা করতে থাকে সে। তবে কি কমলা সেন জীবিত?

কিন্তু……।

—ডেলা সাহানি সিক্রেট অফিসার, আমাদের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্য কমলা সেন তাকে পাঠিয়েছিল।

দীপা বলে—আমরা মৃতদেহ পরীক্ষা করেছি; কমলার হাইট, পায়ের আঙ্গুল, হাতের ছাপের সঙ্গে কোন মিল নেই। ওই মৃতদেহ ডেলা সাহানির।

বুক ভরে বাতাস টেনে ধরল দীপক।

—কমলা সেন এখানেই কোথাও পালিয়ে আছে। দীপা ক্ষেপে উঠল। বলল—এ শহর ছেড়ে যাবার চেষ্টা করলে তার মৃত্যু হবে। চারিদিকে আমাদের লোক ফাঁদ পেতে রেখেছে।

—আপনারা! দীপক ফ্যাকাশে হাসি হাসল।

—পরিচয়ের প্রয়োজন কি? দীপা বলল—শুধু জেনে রাখুন, পৃথিবীর প্রতিটি প্রথম শ্রেণীর সত্যান্বেষীদের গতিবিধি আমার অজানা নয়। আর মিঃ অলোক এবং কমলা সেনকে আমার প্রয়োজন।

—কেন?

—উত্তরটা নাই বা শুনলেন। দীপা হঠাৎ গাড়ি দাঁড় করাল।

—আমার সন্ধান করবেন না মিঃ চ্যাটার্জী। দীপা বলে—মিথ্যে ব্যস্ত হয়ে

কোন লাভ নেই। পৃথিবীর সমস্ত ধুরন্ধর এজেণ্ট আর গোয়েন্দাদের আমি ফাঁকি দিয়ে এসেছি, এদেশেও আমার পরিচয় অজ্ঞাতই থাকবে।

দীপক রাস্তায় দাঁড়াতেই দীপার গাড়ি তীরবেগে ছুটে গেল সামনের দিকে।

দীপক অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় চোখের আড়ালে চলে গেল গাড়িটা।

…গ্রুপিং সি…মিঃ অলোক, কমলা সেন—সিক্রেট এজেণ্ট। এদের কাছেই তবে রয়েছে সেই দুর্লভ আবিষ্কারের সূত্র। সেটা হস্তগত করতে চাইছে দীপা।

কমলা সেন নিহত হয়নি। কথাটা যেন খুশী ছড়ালো দীপকের মনে।

সে রাতের সেই ভৌতিক কণ্ঠস্বর আর আতঙ্ক ছড়ান ঘটনা যেন বারবার ছায়াছবির মতো তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকল।

নিজের ফ্ল্যাটের সামনে এসে দেখল পুলিস আর অফিসারেরা ভিড় জমিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে।

তাকে দেখে মিঃ গাঙ্গুলী এগিয়ে এলেন—হ্যালো চ্যাটার্জী। তারপর ড্রইং-রুমে এসে পিছনের জানালার পাশে দাঁড়াল।

সুতীব্র আলো জ্বেলে ঘরটা পরীক্ষা করা হচ্ছে। গ্রাফাইট আর গ্রে পাউডার নিয়ে কাজ করে চলেছেন ফিঙ্গার প্রিণ্ট স্কোয়াডের অফিসারেরা।

—মিঃ চ্যাটার্জী। নিরঞ্জন সামনে এল। বলল—চিন্তা করবার কিছু নেই। মনে হচ্ছে দাগী গুণ্ডাদের কাজ। দু'দিনেই হাজতে পুরতে পারব।

দীপকের ঠোঁটের প্রান্তে একটু হাসি ফুটে উঠল। বলল—দেখুন, আমার তো বড় বিশ্রী লাগছে।

—একটা প্রশ্ন করব মিঃ চ্যাটার্জী।—নিরঞ্জন বলে।

—বলুন।

—আপনার ফ্ল্যাটে হামলা হলো কেন? মনে হচ্ছে গুণ্ডারা কোন গোপন কিছু খোঁজ করছিল। তেমন কিছু কি আপনার কাছে আছে?

—না। পরিষ্কার কণ্ঠে বলে দীপক।

—কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জী। গম্ভীর স্বরে বলে নিরঞ্জন—আপনার মোটর সাইকেল অমন বিশ্রীভাবে পুড়ে গেল কেন? রাস্তায় ফেলে এসে নিশ্চুপ রইলেন কেন।

চমকে ওঠে দীপক। কি বলতে চাইছে নিরঞ্জন।

—মৃত ডেলা সাহানির কামিজের নায়লনের বড় বোতামে আপনার আঙ্গুলের ছাপ আমরা পেয়েছি। ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না আমাদের কাছে।

—আমিও একটু অবাক্ হচ্ছি মিঃ দেব। দীপক ভুরু টেনে বলে—এ সম্পর্কে আমার বলবার কিছু নেই।

—গোপন করে লাভ কি? তাতে আমাদের তদন্তে অসুবিধে হবে।

—আমি দুঃখিত, কিছুই জানাবার নেই।

একটু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে নিরঞ্জন চলে গেল বাইরে। মিঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে গোপনে কি আলোচনা করল। তারপর মোটর বাইক নিয়ে ছুটে গেল রাস্তায়।

দীপক দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এক্সপার্ট অফিসারদের কাজ দেখতে থাকল।

এবার যেন তার মনে হলে জানলার বাইরে থেকে কেউ তার পিঠে মৃদু আঘাত করছে। চকিতে ঘুরে দাঁড়াল সে।

এক ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে আড়ালে। ফিসফিস করে বললে—আমি মিঃ অলোক। এখনি বাইরে আসুন।

ছায়ামূর্তি পেছনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

দীপক বেরিয়ে এলো।

—মিঃ চ্যাটার্জী। অন্ধকারে ফিসফিস কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল।

—কে? বিদ্যুদ্‌বেগে ফিরে দাঁড়াল দীপক।

—আসুন আমার সঙ্গে?—মিঃ অলোক পেছনের দরজা খুলে অন্ধকার গলির ভেতরে চলে গেল।

—মিঃ অলোক।—দীপক এসে দাঁড়াল তার পাশে।

—এখানে দাঁড়িয়ে কোন কথা বলা নিরাপদ নয়। চাপা গলায় বলে মিঃ অলোক—মনে হচ্ছে বেশ ক'টা মাইক্রোফোন লুকানো রয়েছে, আসুন।

নিঃশব্দে দ্রুত হাঁটতে থাকে দীপক।

অন্ধকারে ঢেউ তুলে তুলে ছায়াদেহ এগিয়ে যেতে থাকে সামনের মির্জাপুরের দিকে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মিঃ অলোক।

দীপক পকেটে হাত পুরে রিভলভারটা চেপে ধরে।

সামনে ওই বাঁক পেরিয়ে জোনাকির মতো একটা সবুজ ক্ষীণ আলো যেন ছুটে আসছে।

—সাবধান। মিঃ অলোক বলে—ওরা আমাদের আক্রমণ করতে পারে।

এই সরু গলিটায় কোথাও আত্মগোপন করবার জায়গা না দেখে দীপক মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। তবে ওরা যদি প্রথম গুলি করে, তাহলে তাদের মারাত্মক ভাবেই আহত করবে।

দীপক ডাকল—মিঃ অলোক—

—গুলি ওরা করবে না। মিঃ অলোক বলে—আমাদের ধরে নিয়ে যাবে।

সামনের লোক দুটো আরও এগিয়ে এসেছে।

এবার পেছনেও শোনা গেল দ্রুত পদশব্দ।

ফিরে দাঁড়াল দীপক।

দু'জন লোক সতর্কভাবে এগিয়ে এল।

তাদের হাতে পিস্তল।

সামনে পেছনে জ্বলে উঠল টর্চের আলো। চারজন সশস্ত্র লোক ওদের ঘিরে ফেলল।

—পকেট থেকে রিভলভার তুলে নাও। একজন আদেশ দিল।

মিঃ অলোক আর দীপকের পকেট থেকে ওরা আত্মরক্ষা করবার অস্ত্র দুটো ছিনিয়ে নিল।

—আশা করি কোন চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না মিঃ চ্যাটার্জী। আসুন আমাদের সঙ্গে।

ওদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে অলোক হঠাৎ বলে ওঠে—আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে জিম।

—দেখতেই পাবে। ধমক দিয়ে ওঠে জিম।

জিম দীপার গাড়ির ড্রাইভার।

মীর্জাপুর স্ট্রীটের উপর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। দীপা বসে রয়েছে জানলার ধারে।

ওদের দেখে মুখে ভেসে উঠল হাসি। দরজাটা খুলে দিয়ে ভেতরে সরে বসল সে।

মিঃ অলোক আর দীপক এসে বসল দীপার পাশে।

জিম তার সঙ্গীদের কি যেন নির্দেশ দিল। চারজন দৌড়ে গেল পেছনের গাড়িতে। একজন বসে পড়ল ড্রাইভারের সিটে।

গাড়িটা ছিটকে গেল সামনে।

॥ আট ॥

সার্কুলার রোড দিয়ে ছুটছে গাড়িটা।

দীপা অদ্ভুত ভাবে বসে আছে।

দীপকের মনের মধ্যে চিন্তার উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে।

ড্রাইভারের মাথার উপরের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে দেখল সে। সেই কালো গাড়িটা তাদের পেছনেই ছুটছে।

মিঃ অলোক পকেট থেকে সিগারেট বের করে আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। নীরবে সিগারেটে ক'টা টান দিয়ে বলল—জিরো নাইন নাইন।

—বল গ্রুপিং সি।—দীপা সোজা হয়ে বসল।

—পৃথিবীর অর্ধেকটা পথ আমাদের পেছনে ছুটে এসেছো। মিঃ অলোক বলে—পেয়েছো কি সেই মাইক্রো ফিল্ম।

—এবার নিশ্চয় পাব। দৃঢ়তার সঙ্গে বলে দীপা।

—দেখা যাক। বুদ্ধির যুদ্ধে কার জয়লাভ হয়।

—আমি একটা কথা জানতে চাই। অনেকক্ষণ নীরব থেকে দীপক বলে—মাইক্রো ফিল্মের রহস্যটা ঠিক বুঝতে পারছিনে।

—চমৎকার প্রশ্ন করেছেন মিঃ চ্যাটার্জী। মিঃ অলোক আড় চোখে দীপাকে দেখে বলে—আমাদের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বন্ধু অনেক চেষ্টায় এমন একটা অস্ত্র তৈরি করেছেন যার শক্তি এটম বোমের চেয়েও অনেক বেশী।

মিঃ চ্যাটার্জী, আপনি নিশ্চয় জানেন যে দেশের হাতে এই ক্ষমতাশালী অস্ত্র থাকে সে দেশ পৃথিবীর যে কোন দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

আমি এবং কমলা সেন সেই বন্ধু রাষ্ট্রের কাছ থেকে মাইক্রো ফিল্মে তোলা সেই সূত্রগুলো নিয়ে এসেছি। সূত্রগুলো নূতনভাবে পরীক্ষা করা দরকার। চুক্তি অনুযায়ী আমাদের দেশের ল্যাবরেটরীতে সেই আবিষ্কারটা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

—অসমাপ্ত? দীপক বলে।

—তা বলতে পারেন।

মিঃ অলোক রাস্তার দিকে তাকালো। গাড়িটা ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে ছুটছে। বলল—কিন্তু আমাদের সেই বন্ধু-রাষ্ট্রের কোন শত্রুরা সেটা ছিনিয়ে নেবার জন্যেই নিযুক্ত করেছে এজেন্ট জিরো নাইন নাইনকে। তাই না?

—যা খুশী বলতে পার। দীপার রাগান্বিত কণ্ঠস্বর।

জিরো নাইন নাইন

হঠাৎ নীরবতা নেমে এলো।

সিগারেটের টুকরোটা বাইরে ফেলে দিল মিঃ অলোক। কোটের বোতাম খুলে দিয়ে বুক ভরে বাতাস টেনে নিল। বলল—জিরো নাইন নাইন।

—আমি শুনেছি সি। দীপা হাতের মধ্যে সেই বিষদাঁত চেপে ধরল।

—জীবনে আরও অনেক কিছু করবার আছে। গুপ্তচর বৃত্তি ছেড়ে দাও।

—তুমি চুপ করো। দীপা ধমক দিল।

দীপক দেখল ড্রাইভার কাচের ভিতর দিয়ে তাদের লক্ষ্য করছে।

—আমাদের অবশ্য এখনও ধারণা, সেই মাইক্রো ফিল্মটা তোমরা মিঃ চ্যাটার্জীকে দিয়ে বোম্বে পাঠাবার চেষ্টা করছো। দীপা বলে—একটু বুদ্ধি আমাদের আছে সি।

—আছে বুঝি। ব্যঙ্গ করে বলে মিঃ অলোক।

গাড়িটার স্পীড হঠাৎ বেড়ে গেল।

মিঃ অলোক হঠাৎ দীপককে ঠেলা দিয়ে বলল—কি ব্যাপার মিঃ চ্যাটার্জী। নার্ভাস হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে।

—না।—হাসল দীপক।

—মৃত্যু সামনে জেনেও মাথা ঠাণ্ডা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। মিঃ অলোক বলে—হঠাৎ আমার একটা গল্প মনে পড়েছে।

দীপা সতর্ক হলো।

গল্পের জাল বিছিয়ে ওরা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারে। তীক্ষ্ণ চোখে মিঃ অলোকের দিকে তাকিয়ে থেকে বাঁ হাতের ঘড়ির কাঁটাটা একটার কাছে টেনে এনে বলল—হ্যালো থ্রি ফাইভ ফোর, জিরো নাইন নাইন বলছি। তোমরা পেছনে সতর্ক থাকো।

—আমরা পেছনেই ছুটছি। ঘড়ির ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

জিরো নাইন নাইন

ঘড়ির সময় ঠিক করে দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে দীপা বলে—এবার তোমার গল্পটা বলতে পার সি।

—এই দুর্বিষহ অবস্থাটা ভুলে থাকবার জন্য গল্পটা খুব কাজ দেবে। দীপক বলে।

রহস্যময় হাসি হাসল মিঃ অলোক। বলল—নিশ্চয় তোমার মনে আছে জিরো, ফ্রান্সে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এক বিখ্যাত এজেন্ট ধরা পড়েছিল। তাকে পুলিস ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঠিক সে সময় সেই এজেন্ট কি করেছিল।

ঘটনাটা দীপকের মনে পড়ল। বুঝতে পারল সেই একই পদ্ধতিতে মিঃ অলোক এদের হাত থেকে পালিয়ে যাবে। সে একটু দরজা ঘেঁষে সরে এল।

দীপা কেমন একটা অসহায় ভাবে তাকিয়ে আছে। তার তাকানোর ভঙ্গীটা যেন একটু পালটে গেল। হয়তো কোন একটা ঘটনা মনে করবার চেষ্টা করল।

মিঃ অলোক ওভারকোটের মোটা কালো গোল একটা বোতাম খুলে হাতে নিল। দীপকের দিকে একবার তাকিয়ে বলল—কি মিঃ চ্যাটার্জী মনে পড়ছে ?

দীপক মাথা নেড়ে জবাব দিল।

দীপা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিষদাঁতটা শক্ত করে ধরে রইল।

মিঃ অলোক হাত দুটো ড্রাইভারের পিঠের সিটের তলায় এগিয়ে দিল।

দীপক দেখল মিঃ অলোকের হাত থেকে বোতামটা গড়িয়ে পড়ল ড্রাইভারের কোমরের কাছে।

মাত্র কয়েক মিনিট।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল ড্রাইভিং সিটে। তীব্র আত্মঘাতী চিৎকার করে উঠল ড্রাইভার।

গাড়িটা তীব্র বেগে ডান দিকে ঘুরে গেল। অনেকটা জাম্প করে দীপা হুমড়ি খেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল।

জিরো নাইন নাইন

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে রাস্তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ল প্রথমে মিঃ অলোক তারপর দীপক।

ওরা যদি এক সেকেণ্ড দেরি করতো রাস্তার মাঝে গড়িয়ে যাবার তাহলে পিছনের কালো গাড়ি চাপা পড়ে ছু'দলা মাংসপিণ্ডে পরিণত হতো।

ছুজনে দৌড়ে এলো ফুটপাতে। পেছনে দারুণ কোলাহল। ছুটতে ছুটতে বিভিন্ন অলি-গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে সাধারণ ভাবে হাঁটতে লাগল মিঃ অলোক।

দীপক একটু হাঁফিয়ে পড়েছিল। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে মিঃ অলোকের পাশাপাশি হাঁটতে থাকল।

মিঃ অলোক তার মাথার ফেল্ট হ্যাটটা ভুরুর কাছে টেনে দিয়ে বলল, ওই সামনের গলিতে চলুন।

সামনেই বিখ্যাত হোটেল রিগ্যাল। নিয়ন সাইনে লাল অক্ষরে নাম লেখা। বিরাট কম্পাউণ্ড উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। গলির উপরেই প্রাচীরটা।

দীপক দ্রুত হাঁটতে থাকে।······ওই নায়লনের লাল শো বোতামের জন্যই দীপার দল হামলা করেছিল তার ফ্লাটে।

মিঃ অলোক ওদের ফাঁকি দেবার জন্যই ডেলা সাহানির কামিজের শো বোতামটায় রয়েছে সেই ছুর্লভ আবিষ্কারের সূত্র, এ কথা হয়তো প্রচার করেছিল।

কিন্তু ডেলা সাহানি······।

এই বর্বর পাজীর ইঙ্গিতে নিষ্ঠুর ভাবে তার মৃত্যু হয়েছে।

কমলা সেন···। একটা বিরাট ফাঁক থেকে যাচ্ছে। রহস্যটা বুঝি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

॥ নয় ॥

চারপাশে আলো আঁধারের বিভীষিকা। পথচারীরা নীরবে হেঁটে চলেছে রাজপথ ধরে। রাস্তায় লাইটগুলো অসহায় ভাবে নিজের কর্তব্য করে চলেছে।

প্রাচীর ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ল মিঃ অলোক। সামনে পেছনে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে বলল—খুব তাড়াতাড়ি প্রাচীর টপকে ভেতরে চলুন।

অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে নিঃশব্দে মিঃ অলোকের পেছনে দীপক প্রাচীর টপকে এ পাশের ঘন অন্ধকারের ভেতরে নেমে এল। জায়গাটা হোটেল রিগ্যালের মেথরের গলি।

মিঃ অলোক একটা লোহার ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে বন্ধ দরজায় আঘাত করল।

টক্…টক্…টক্…।

দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে মৃদু আলোর রেখা ছিটকে এল বাইরে।

ভেতরে আসতেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে যে ভদ্রমহিলা দাঁড়ালেন তাঁকে দেখে অবাক্ হয়ে গেল দীপক।

কমলা সেন…।

চমৎকার গাঢ় গোলাপী শাড়ি পরা। পরনের ব্লাউজটাও গোলাপী। দেহের কোনখানে অলংকারের চিহ্ন নেই।

মাথার চুলের খোঁপায় কালো সিল্কের জাল দিয়ে মোড়া। কপালে ছোট লাল টিপ। ঠোঁটের প্রান্ত থেকে খুশির হাসি যেন চকিতে মিলিয়ে গেল চোখের কোণে।

কমলার সঙ্গে ওরা এল ভেতরের ঘরে।

—কমলা। অলোক বেশ ব্যস্ত কণ্ঠে বলে।

—বল অলোক। সোজা হয়ে দাঁড়াল কমলা।

—মাইক্রো ফিল্মগুলো মিঃ চ্যাটার্জীকে দিয়ে দাও। মিঃ অলোক বলে—মিঃ চ্যাটার্জী, এই দিলাম আমাদের পার্সনাল প্রপার্টি। এর দায়িত্ব এতদিন

আমাদের ছিল। আপনি যে কোন ভাবেই হোক পৌঁছে দিন ডাঃ সিন্‌হার কাছে।

মাথার খোঁপার ভেতর থেকে সাত টুকরো ক্ষুদ্র ফিল্ম বেরিয়ে এল।

দীপক ফিল্মগুলো কাগজে জড়িয়ে নিয়ে বলল—কোন সংকেত আছে?

—গ্রুপিং সি। অলোক বলে—এ কথা কটি বললেই ডাঃ সিন্‌হা বুঝবেন আপনাকে আমি পাঠিয়েছি। কিন্তু মনে রাখবেন মিঃ চ্যাটার্জী, আমার দেশের সুনাম, বন্ধু-রাষ্ট্রের বিশ্বাস আপনার উপর নির্ভর করছে।

দীপকের কাছে এবার সমস্ত রহস্যের সমাধান হয়ে গেল ও সে রাতের ভৌতিক পরিবেশটা যেন ভুলতে পারল না। এই তো সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কমলা সেন। অথচ কি চমৎকার এক অশরীরী আত্মার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল।

হঠাৎ কমলা ছুটে গেল বাথরুমের ভেতর। মিঃ অলোক শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল।

তীরবেগে দৌড়ে এল কমলা। অশান্ত কণ্ঠে বলল—ওরা বোধ হয় মেথরের গলিতে ঢুকে পড়েছে।

কপালের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল অলোকের। বুঝতে পারল না কোন্ পথে দীপককে এঘর থেকে সরিয়ে দেবে।

দীপক নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিল। মিঃ অলোক কমলার দিকে চেয়ে বলল—বড় টর্চ আছে?

—হ্যাঁ। কমলা একটা ছয় ব্যাটারির টর্চ এগিয়ে দিল।

মাইক্রো ফিল্মগুলো টর্চের ব্যাটারির পাশে গুঁজে দীপক জানলার কাছে এগিয়ে এল। খুব সাবধানে হাতটা আড়ালে রেখে নীচে আলো ফেলতেই কি একটা প্রচণ্ড গতিতে ছিটকে এসে আঘাত করল টর্চে। তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে আনল দীপক। বললে—বিষদাঁত ছাড়ছে।

মিঃ অলোক দ্রুত চিন্তা করতে থাকে।

ঘরের বাইরেও ওরা নিশ্চয় রয়েছে। সুযোগ পেলেই বিষদাঁত ছুড়বে। রক্তপিপাসু হিংস্র সাপের মতো হয়ে উঠেছে। যে কোন ভাবেই হোক ছিনিয়ে নেবে এই মহামূল্য আবিষ্কারের মাইক্রো ফিল্ম।

তিনজন নীরবে পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—মিঃ অলোক।—মৃদুস্বরে বলে দীপক।

মিঃ অলোক সাগ্রহে চাইল।

—লাইট অর্থাৎ এই হোটেলের আলোগুলো যদি নিবিয়ে দেওয়া যেতো তাহলে নিশ্চয় আমরা একটা পথ পেতাম। দীপক বলে—পাশের ঘর কি ফাঁকা আছে মিস্ সেন ?

—না। সব রুমেই বোর্ডার আছেন। কমলা উত্তর দিল।

মিঃ অলোক এবার ওভারকোটের কলার উলটিয়ে সেখান থেকে অতি ক্ষুদ্র শক্তিশালী একটা ট্রান্সমিটার বের করে রিং ঘুরিয়ে বলল—এই ট্রান্সমিটারটা শর্ট রেঞ্জের। কাজ হবে কিনা বুঝছিনে। তবু চেষ্টা করছি।

দীপক কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

—হ্যালো, গুপিং সি বলছি···।

—ইয়েস থ্রি টু ফাইভ।

—হোটেল রিগ্যাল-এ লাইট নেবান যাবে কি ?

—যাবে।

—কয়েক মিনিটের মধ্যেই এ এলাকাটা অন্ধকার করা দরকার।

—ব্যবস্থা করছি।

—মেনি থ্যাঙ্কস্।

ট্রান্সমিটার বন্ধ করে ওভারকোটের কলারে আটকিয়ে রেখে হাসিমুখে বলে মিঃ অলোক—থ্রি টু ফাইভ সেদিন আপনার বাড়ির আলো নিবিয়ে দিয়েছিল।

—কে ? দীপক সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইল।

জিরো নাইন নাইন

—জানিনে, চিনিও না। তবে আমাদের সিক্রেট সার্ভিসের এক অফিসার।

মিঃ অলোক বলে—কিন্তু ছোটখাটো কাজ ছাড়া বড় কিছুতে নির্ভর করা যায় না।

—কেন ?

—বলতে পারব না। শুধু ওইটুকুই জানি।

দপ্ করে আলো নিবে গেল।

ওরা তিনজনে দৌড়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়।

সমস্ত হোটেল অন্ধকার।

চারদিকেই হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে।

ওরা ছুটে এল সিঁড়ির কাছে। দ্রুত পায়ে নামতে থাকল নীচে।

মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে নীচের হলঘরে।

একজন বেয়ারা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে উপরে উঠে আসছিল। ওদের দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

দীপক সোজা গিয়ে তাকে ধাক্কা দিল। বেয়ারার হাত থেকে মোমবাতি পড়ে নিবে গেল। সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল সে নীচে।

হলঘরে সোজা দরজার দিকে দৌড়ে গেল দীপক।

মিঃ অলোক বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

কমলা হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

কি একটা ছিটকে গিয়ে বিঁধল দরজার কপাটে।

দীপক নীচু হয়ে বসতেই তার হাতের উপর কি যেন আঘাত করল। টর্চটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। চমকে উঠল সে।

কিছু বোঝবার আগেই টর্চটা তুলে নিয়ে একজন দৌড়ে গেল রাস্তায়।

দীপক হিংস্র ভাবে লাফিয়ে পড়তে চাইল ওই লোকটার উপর। কিন্তু একটা কালো গাড়ি তাকে নিয়ে তীব্র বেগে ছুটে চলে গেল।

অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দীপক।

॥ দশ ॥

অসহ্য এক মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল দীপক। চারপাশের অন্ধকারে তাকিয়েও বুঝতে পারল না কমলা আর মিঃ অলোক কোথায়। এক প্রচণ্ড অপরাধ-বোধ তাকে পঙ্গু করে দিল। যে দুর্লভ মাইক্রো ফিল্ম মিঃ অলোক তাকে দিয়েছিল, সেটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে জিরো নাইন নাইনের দল।

রাগে সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলে উঠল দীপকের। দীপা আর তার জীপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে দেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল সে।

কিন্তু কোথায় পাবে তাদের। ওরা নিশ্চয় ছুটে যাচ্ছে দমদম। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে কোন প্লেনে রওনা হবে বিদেশে। এখনি এয়ারপোর্টে অফিসারদের সতর্ক করা উচিত।

—মিঃ চ্যাটার্জী।

মিঃ অলোকের কণ্ঠস্বরে ঘুরে দাঁড়াল দীপক।

—তাড়াতাড়ি।

মিঃ অলোক, দীপক আর কমলা দ্রুত হাঁটতে থাকে।

—মাইক্রো ফিল্ম ওরা নিয়ে গেছে।—দীপকের কণ্ঠ বিষণ্ণ।

—জানি। মিঃ অলোকের কণ্ঠে বেদনা। বললে—এত চমৎকার পরিকল্পনা যে এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে বুঝতে পারিনি। ওরা আপনার হাতের বাইরে চলে গেল।

—না না, ওদের আটকান দরকার। দীপক ব্যস্ত কণ্ঠে বলে।

—তা তো সম্ভব নয় মিঃ চ্যাটার্জী।

—কেন? অবাক্ হয় দীপক।

—জিরো নাইন নাইন পিছনে কোন সূত্র ফেলে যায় না।—দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মিঃ অলোকের বুক ঠেলে। বলল—এত সহজে ওরা আমাদের ফাঁকি দিল।

জিরো নাইন নাইন

সামনের টেলিফোন বুথে ঢুকে গেল দীপক। রিসিভার তুলে ডায়াল করল মিঃ গাঙ্গুলীকে।

—হ্যালো।

ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল মিঃ গাঙ্গুলীর কণ্ঠ।

—আমি দীপক বলছি স্যার। কাঁপা গলায় বলে দীপক—এয়ারপোর্ট পুলিস অফিসারদের সতর্ক করে দিন। এই মাত্র এক ভদ্রমহিলা কলকাতা ছেড়ে যাবার চেষ্টা করতে পারে। সঙ্গে নিশ্চয় তার কোন পুরুষ বন্ধু থাকতে পারে। মহিলাটি দীপা নামে পরিচিত।

—চেহারার বিবরণ দাও।

জিন্ আর দীপার বিবরণ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রেখে একটু বুঝি শান্তি পেল দীপক। টেলিফোন বুথের বাইরে এসে মিঃ অলোকের পাশে দাঁড়াল সে।

মিঃ অলোক সিগারেটে আগুন ধরিয়ে বলল—এয়ারপোর্টে সংবাদ দিয়ে ভালই করলেন। তবে মনে হচ্ছে জিরো নাইন নাইন অত কাঁচা কাজ করবে না।

—নিশ্চয় আজ রাত্রে কোথাও আত্মগোপন করে থাকবে। কমলা বলল—এত বড় শহরে সাপের গর্ত খুঁজে পাওয়া বেশ কষ্টকর।

চকিতেই দীপকের মনে পড়ল ভজুয়ার কথা। জেমস্ এসেছিল তার ফ্ল্যাটে। হাজরা রোডের ১৭।এ নম্বর বাড়িতে থাকে। ওই স্মাগলারটাকে ধরতে পারলে নিশ্চয় দীপার সংবাদ পাওয়া যেতে পারে।

—মিঃ অলোক। দীপক বলে।

—বলুন মিঃ চ্যাটার্জী।

—জিরো নাইন বাহিনীকে এখনি গ্রেফতার করা দরকার।

—তা তো সম্ভব হচ্ছে না মিঃ চ্যাটার্জী। ম্লান হাসি হাসল মিঃ অলোক।

—এজেন্ট জিরো নাইন নাইন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গুপ্তচর।

কমলা বলে—আশ্চর্য তার পরিকল্পনা করবার ক্ষমতা। বিষধর সাপের মতো ক্ষিপ্র। যে ভাবে ময়াল সাপ বিছিয়ে ফাঁদ পাতে, তাতে তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ আত্মহত্যা করা।

—কোন্ রাষ্ট্রের গুপ্তচর? দীপক বলে।

—জানি না। মিঃ অলোক বলে—মাইক্রো ফিল্ম হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পেছনে লেগেছে। এর সঙ্গে সংঘর্ষে আমাদের দু'জন অফিসার প্রাণ হারিয়েছেন। যতদূর সংবাদ পেয়েছি তাতে জিরো নাইন নাইন কোন বিশিষ্ট রাষ্ট্রের স্পাই নয়।

দামী সংবাদ বা কোন আবিষ্কারের মূল তথ্য সংগ্রহ করে টাকার বিনিময়ে যে কোন রাষ্ট্রকে বিক্রি করে থাকে। বিরাট একটা দলের নেতা সে। পৃথিবীর সর্বত্র তার দলের লোক ছড়ান।

—আশ্চর্য। বিস্মিত হয় দীপক।

—নিখুঁত ছদ্মবেশ ধরতে পারে। আজও কেউ জানে না জিরো নাইন নাইন নারী না পুরুষ। কমলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল—একটা সূত্র যদি পাওয়া যেতো।

—আমি পেয়েছি। দীপক বলে—আমার ফ্ল্যাটে হামলা করে ওরা সূত্র রেখে গেছে।

—তাই নাকি। উৎসাহিত হয়ে ওঠে মিঃ অলোক।

—আসুন।

একটা ট্যাক্সি থামিয়ে ওরা উঠে বসল। মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যেই এল হাজরা রোডে।

হিসেব মতো ডান দিকেই ওই নাম্বার থাকবার কথা। দীপক বাড়িগুলোর দিকে দেখতে দেখতে হাঁটতে থাকল।

—বাবু।

থমকে দাঁড়াল দীপক।

মিঃ অলোক আর কমলা পেছনে চাইল।

ভজুয়া ছুটে এল।

ওকে দেখে অবাক্ হলো দীপক। বলল—তুই এখানে ?

—জেমসের পিছু নিয়েছি। ভজুয়া বলে—পুলিস যখন ফ্ল্যাট পরীক্ষা করছিল, জেমস্ তখন ওপাশের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখছিল। তারপর হাঁটতে শুরু করলে আমি পিছু নিলাম। এই মাত্র নিজের ঘরে গেছে।

মনে মনে খুশী হলো দীপক। বলল—কোথায় ?

—ওই বাড়িটার ওপরের একখানা ঘরে থাকে।—ভজুয়া দূরের একটা বাড়ি দেখিয়ে দিল।

কমলাকে ভজুয়ার সঙ্গে ফুটপাতে অপেক্ষা করবার নির্দেশ দিয়ে মিঃ অলোককে নিয়ে দীপক সোজা উঠে এল বারান্দায়। জেমসের ঘরের ভেজান দরজা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল।

—কে ?—চেঁচিয়ে উঠল জেমস্।

মিঃ অলোক তাকে কোন সুযোগ না দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দীপক জেমসের হাত দুটো শক্ত করে পেছনে বেঁকিয়ে চেপে ধরে বলল —তারপর জেমস্ এখন কেমন লাগছে।

মিঃ অলোক দেওয়াল থেকে একটা প্লাসটিক কর্ড টেনে খুলে নিয়ে জেমসের হাত দুটো বেঁধে ফেলল।

জেমসের চোখ ভয়ে কাঁপতে লাগল।

—জেমস্। দীপক তার ঝুলে পড়া মাথাটা চুল ধরে সোজা করে দিল। আতঙ্ক ছড়ান চোখ মেলে রইল জেমস্।

—আমাকে চিনতে নিশ্চয় কোন অসুবিধে হচ্ছে না ? দীপক বলে—বল, আমার ফ্ল্যাটে গেছিলে কেন ?

কোন উত্তর দিল না জেমস্।

প্রচণ্ড একটা ঘুষি তার মুখে বসিয়ে দিল মিঃ অলোক।

আর্তনাদ করে উঠল জেমস্। তার নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল।

—বল, কার নির্দেশে গিয়েছিলে? হুংকার দিয়ে ওঠে দীপক।

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে মাথা নামিয়ে দিল জেমস্।

দীপক এবার সিগারেট লাইটার জ্বেলে তুলে ধরে বলল—কোন উত্তর না দিলে তোমার দেহে আগুন ধরিয়ে দেব।

—না—না।—ছটফট করে ওঠে জেমস্। তার দু'চোখ দিয়ে অসহনীয় যন্ত্রণায় জল গড়িয়ে পড়ল। বলল—আমি কিছুই জানি না।

—আবার মিথ্যে কথা। একটা কাঠের চেয়ার মাথার ওপর তুলে নিল অলোক। বলল—সত্যি কথা বল, নইলে মাথাটা গুঁড়িয়ে দেব।

—আমাকে বিশ্বাস কর।—জেমস্ আর্তনাদের স্বরে বলে—জিম্ নামে একজন আমাদের পাঁচ জনকে ভাড়া করেছিল মিঃ চ্যাটার্জীর বাড়ি হামলা করবার জন্য।

—জিম্। দীপক বলে।

—হ্যাঁ, বলেছিল একটা লাল শো বোতাম খুঁজতে হবে। জেমস্ বলে—বোতামটা পেয়েছিলাম ফুলদানির মধ্যে। কিন্তু সেটা দেখে জিম্ ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল।

—কোথায় থাকে সে? মিঃ অলোক প্রশ্ন করে।

কোন উত্তর দিল না জেমস্।

—উত্তর দাও। ধমক দিল দীপক।

—বলতে পারব না। কাঁপা কণ্ঠে বলে জেমস্।

—জেমস্! ভয়াবহ ভঙ্গীতে এগিয়ে গেল দীপক। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—ফাঁসিতে যদি ঝুলতে না চাও উত্তর দাও।

অসহায় চোখে তাকিয়ে রইল জেমস্।

--বল, মিঃ অলোকের দু'চোখ উল্কাপিণ্ডের মতো জ্বলতে থাকে।

----ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে। কেঁপে ওঠে জেমস্।

—ভয় নেই, আমরা তোমাকে বাঁচাবো।—সাহস দিল দীপক।

স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে দীপকের মুখে তাকিয়ে থেকে পাশের জানলা দিয়ে অন্ধকার আকাশে কি যেন দেখল জেমস্। মৃদুস্বরে বলল—ওরা খুনে গুণ্ডা, আমার এখানে আপনারা এসেছেন জানতে পারলেই, আমাকে ওরা খুন করবেই, কাজেই—।

—থামলে কেন? দীপক বলল।

—জিম্ আমাকে কোন গোপন সংবাদ পেলে ডায়াল করতে বলেছিল।

—কত নাম্বার?

—ডবল টু ফাইভ নাইন।

নাম্বারটা এক টুকরো কাগজে লিখে নিয়ে জেমস্‌কে খুব ভালভাবে বেঁধে বিছানায় শুইয়ে দিল ওরা। একটা কম্বল দিয়ে তাকে ঢেকে রেখে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

॥ এগারো ॥

ফোনের নাম্বারটা দেখেই চমকে উঠলেন ডেপুটি পুলিস কমিশনার মিঃ গাঙ্গুলী।

মিঃ অলোক ভাল করে মুখটা মুছে নিল পকেট টাওয়েল দিয়ে।

দীপক একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ওদের দিকে। সে অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল মিঃ গাঙ্গুলীর মুখের রঙটা এমন ফ্যাকাশে হলো কেন?

কমলা তাকিয়ে ছিল দেওয়ালের পেন্টিংটার দিকে।

মিঃ গাঙ্গুলীও একদৃষ্টে দেখছিলেন নাম্বারটা আর কি যেন ভাবছিলেন।

মিঃ অলোক বলল—এখুনি ওখানে আমাদের একবার আক্রমণ করা উচিত মিঃ গাঙ্গুলী।

মিঃ গাঙ্গুলী চুপ। দীপক ডাক দিলে—স্যার, শুনেছেন কি কথাটা?

মিঃ গাঙ্গুলী কি করবেন বুঝতে পারছেন না। অথচ ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী, সিক্রেট সার্ভিসের অফিসার মিঃ অলোক আর কমলা সেন তো আর মিথ্যা সংবাদ দিতে পারে না।

কমলা বললে—দেরি করা উচিত নয় স্যার।

মিঃ গাঙ্গুলী বললেন—তা বটে। তবে এই নাম্বারটা যে আমার খুব পরিচিত। এটা সিক্রেট নাম্বার। খুব উঁচু অফিসার ছাড়া কেউ এ নম্বর ব্যবহার করতে পারে না।

—আপনি ঠিক জানেন?

—নিশ্চয়। আই অ্যাম্ ডেফিনিট। তাই ওখানে পুলিস ফোর্স নিয়ে হানা দেওয়াটা উচিত হবে কি?

—কেন হবে না? দীপক প্রশ্ন করে।

—এটা একটা বিরাট সম্মানের প্রশ্ন। তবে চল আমরা যাই।

সকলকে নিয়ে মিঃ গাঙ্গুলী গাড়িতে উঠলেন।

কমলা বললে—মিঃ গাঙ্গুলী কি আমাদের সবার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না? কিন্তু আমাদের অবিশ্বাস করাটা কি উচিত আপনার?

গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন মিঃ গাঙ্গুলী। বললেন—জিরো নাইন নাইনের সঙ্গী এমন একজন লোক যার কথা ভাবতেও আমার চিন্তা হচ্ছে।

গাড়িটা তীব্রবেগে ছুটে এসে পার্ক স্ট্রীটের একটা ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়াল।

সবাই গেটের সামনে দাঁড়াল। বাড়ির ভেতরে আলো জ্বলছে দেখা গেল।

মিঃ গাঙ্গুলী কলিং বেল টিপলেন।

মিঃ অলোক পকেটের পিস্তলে হাত দিল। কমলার হাত শাড়ির নীচে—তার হাতেও পিস্তলটি ধরা।

দীপকও কোটের পকেটে হাত দিয়ে তৈরী হয়ে রইল।

সামনের ঘরে আলো জ্বলে উঠল।

দরজাটা খুলেই যাকে দেখা গেল তাকে দেখে তিন জনের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। বিশ্বাস করতেও তারা পারছে না। একি বাস্তব না কল্পনা?

সামনে দাঁড়িয়ে নিরঞ্জন দেব। নিরঞ্জন চারদিকে চেয়ে দেখে দু'পা ভেতরে সরে এসে বললে—ভেতরে আসুন স্যার।

সবাই ভেতরে ঢুকল। কঠোর স্তব্ধতা।

—বসুন আপনারা। নিরঞ্জন বলল।

সবাই সতর্ক। কেউ বসল না।

নিরঞ্জন বিস্মিতভাবে বললে—আমি তো কোন কথা বুঝতে পারছি না স্যার—ব্যাপার কি?

মিঃ গাঙ্গুলী গম্ভীর হলো। বললেন—তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন মিঃ অলোক।

নিরঞ্জন বিব্রত হলো। কমলার চোখে তীক্ষ্ণদৃষ্টি। দীপকের চোয়াল চেপে বসেছে। সে ভাবছিল—জেমস্ বোধ হয় মিথ্যা কোন নম্বর দিয়ে চালাকি খেলেছে।

নিরঞ্জনের পিছনের দরজার পর্দার আড়ালে কে যেন এসে দাঁড়াল। একটা ছোট সাব মেসিনগানের নল দেখা গেল।

দীপক চিৎকার করে সবাইকে দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে নিজেও বিদ্যুদ্গতিতে শুয়ে পড়ে গুলি ছুড়ল।

সুতীব্র আর্তনাদ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো একঝাঁক গুলি আর শোনা গেল শব্দ—কট্ কট্ কট্…

দীপক বিদ্যুদ্‌গতিতে শুয়ে পড়ে গুলি ছুড়ল। [পৃষ্ঠা ৬০

নিরঞ্জন পিছিয়ে যাবার আগেই গুলি খেয়ে আর্তনাদ করে পড়ে গেল।

কমলা সোফার আড়াল থেকে গুলি ছুড়ল দরজার পর্দার উপরে। গুলি ছুড়ল মিঃ অলোক।

আবার এক ঝাঁক গুলি—তারপর আর্তনাদ। খণ্ডযুদ্ধ শেষ হলো। পড়ে গেল সাব-মেসিনগান।

সেটা টেনে নিলেন মিঃ গাঙ্গুলী।

তারপর লাফ দিয়ে দীপক পিস্তল উদ্যত করে বললে—কে আছো বেরিয়ে এসো।

উত্তর নেই।

দীপক পর্দা সরিয়ে দেখল ওপাশে পড়ে আছে দীপা—জিরো নাইন নাইন। মাথা আর দেহ থেকে পড়ছে রক্ত।

নিরঞ্জনের পিঠেও লেগেছিল মেসিন গানের গুলি। তার হার্ট ছিদ্র হয়ে গেছিল। সে মারা গেছে।

নিরঞ্জনের বাড়ি সার্চ করে পাওয়া গেল কটা রবারের মুখোস—অনেক বেআইনি বোমা, পিস্তল, বন্দুক।

পাতলা রবারের মুখোস পরে নিরঞ্জন জিম্-এর ছদ্মবেশে দীপার সঙ্গী হয়েছিল।

দীপক বলে—মিঃ অলোক সেই ছোট ফিল্মগুলো ?

খিলখিল করে হেসে উঠল কমলা।

মিঃ অলোক বললে—সেগুলোর প্রয়োজন নেই।

—কেন ?

—জিরো নাইন নাইন আর জিম্ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গুপ্তচর। অবশ্য তারা কোনও রাষ্ট্রের স্পাই নয়।

—তবে ?

—নানা রাষ্ট্রের তথ্য সংগ্রহ করে তা বিক্রি করাই ছিল এদের কাজ। ছলে বলে কৌশলে তথ্য যোগাড় করে এরা ব্ল্যাকমেল করত। কখনও বা খবর বিক্রি করে টাকা আদায় করত।

তাই আমি মিথ্যা ওই মাইক্রো ফিল্মের গল্প করে ফাঁদ পেতেছিলাম।

মিঃ গাঙ্গুলী বিস্মিত হলেন।

কমলা মৃদু হাসল। বললে—এই কেস শুরু হবার আগে সবার আগে যে চিঠি পান তা আমারই লেখা।

দীপক বললে—কনগ্র্যাচুলেশন মিঃ অলোক। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে জিরো নাইন নাইন কুপথগামী হলেও তার ব্রেনের দাম আছে !*

শেষ

* গল্পাংশে বিদেশী ছায়া আছে